আল-আকসা মসজিদে ফের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব

সারে-জমিন

মমতার জন্য সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত, দাবি ফিরহাদের

রূপসী বাংলা

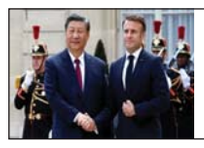

চিন কি ইউরোপকে ভাগ করে শাসন করতে চায়

সম্পাদকীয়

কত বয়স হলে আপনি বুড়া হবেন, কী বলছে গবেষণা

স্বাস্থ্যসাথী

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৫ মে, ২০২৪
২ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১
৬ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

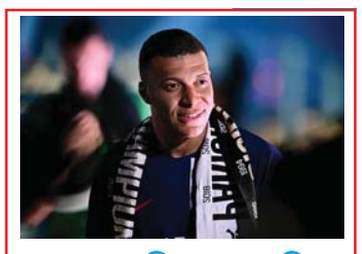

এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন: লা লিগা প্রধান

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 131 ■ Daily APONZONE ■ 15 May 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ফের সংবিধান রক্ষার ডাক অখিলেশ, রাহুলের

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন। মঙ্গলবার ঝাঁসিতে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি হুমকি, গরিবদের সংরক্ষণ এবং অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন। কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ জৈনের সমর্থনে এক যৌথ সমাবেশে তর বক্তব্যে অখিলেশ যাদব বিজেপির 'ক্ষয়িষ্ণু' ভাগ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন, অন্যদিকে রাহুল অগ্নিবীর প্রকল্প বাতিল এবং গেরুয়া ব্রিগেডের হাত থেকে 'সংবিধান রক্ষার' কথা অব্যাহত রাখেন। রাহুল গান্ধি বলেন, সংবিধান রক্ষার জন্য আসন্ন নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সংবিধান ছাড়া ভারতের গরিব মানুষ কোথাও থাকতে পারবে না। যেদিন এটা (সংবিধানের ক্ষুদ্র চিত্র দেখানো) চলে যাবে, সেদিন আপনাদের জমির অধিকার, সংরক্ষণ, পাবলিক সেক্টর সব শেষ হয়ে যাবে। ইন্ডিয়া জোট, আমি, অখিলেশ যাদব ও খাড়গেজি এই সংবিধানকে রক্ষা করছি।

গ্যারান্টি, আর প্রধানমন্ত্রী হবেন না মোদি: মমতা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ৩০০-র বেশি লোকসভা আসন জিতে কেন্দ্রের পরবর্তী সরকার গঠনের দাবি করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বলেছেন,একমাত্র গ্যারান্টি হল নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হবেন না।

নদিয়া জেলার কল্যাণীতে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির বিরুদ্ধে সন্দেশখালি ইস্যুতে মিথ্যা প্রচার এবং রাজ্যের মহিলাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অভিযোগ করেন। তিনি দৃঢ় ভাষায় বলেন, লোকসভা ভোটে একমাত্র গ্যারান্টি হল, মোদী আর ক্ষমতায় ফিরছেন না। ভারতীয় জোট ২৯৫ থেকে ৩১৫টি আসন পাবে এবং বিজেপি সর্বাধিক ২০০ আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

সন্দেশখালি ইস্যুতে মোদিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী এই ইস্যুতে মিথ্যা প্রচার করছেন। 'গ্যারান্টি বাবু' (মোদীর গ্যারান্টিতে সোয়াইপ করা) পশ্চিমবঙ্গকে বদনাম করছে। এখন যখন সত্য বেরিয়ে আসছে (কথিত ভিডিওর কথা উল্লেখ করে), তখন তারা টিভি চ্যানেলগুলিকে এগুলো না দেখাতে বলছে। তারা সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

বিজেপি রাজ্যের মহিলাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত করেছে। যদিও সন্দেশখালি কাণ্ডে যেখানে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা ও জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অতীত অপকর্ম আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে রবিবার নির্বাচনী জনসভায় অভিযোগ করেন মোদি। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একাধিক কথিত ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে যাতে দাবি করা হয়েছে যে এক স্থানীয় বিজেপি নেতা সন্দেশখালির বেশ কয়েকজন মহিলাকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিলেন, যা পরে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ হিসাবে পূরণ করা হয়েছিল এবং মহিলাদের প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছিল।

অবশ্য 'আপনজন' স্বাধীনভাবে ভিডিওগুলোর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।

এদিন মমতা রাজ্যে সিএএ ও এনআরসি লাগু করার বিরোধিতা করেন। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ওরা সবকিছুতেই হস্তক্ষেপ করছে, সে আমাদের ধর্মীয় রীতিনীতি হোক বা খাদ্যাভ্যাস। তারা সিদ্ধান্ত নিতে চায় আমাদের কী খাওয়া উচিত এবং কী খাওয়া উচিত নয়। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা বেশিদিন চলতে পারে না।

নবরাত্রির সময় আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের মাছ খাওয়ার ভিডিও নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কলকাতায় এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দেন, বিজেপি অনুপযুক্তভাবে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করছে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্যের দিকে ইঙ্গিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, একজন ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাসের উপর ফরমান চাপিয়ে দেওয়ার বিজেপি কে?

মোদী দেশের বৈচিত্র্যময় খাদ্যসংস্কৃতি বুঝতে পারছেন না বলেও অভিযোগ করেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে মোদির জন্য রান্না করার প্রস্তাব দেন। তবে তিনি তাঁর খাবার গ্রহণ করবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মমতা বলেন, ছোটবেলা থেকেই রান্না করি। মানুষ আমার রান্নার প্রশংসা করেছে। কিন্তু মোদিজি কি আমার খাবার গ্রহণ করবেন? তিনি কি আমাকে বিশ্বাস করবের? তিনি যা পছন্দ করবের আমি তাই রান্না করব।

সন্দেশখালির পিয়ালি দাস জামিনের আর্জি করলেও হল জেল!

আপনজন ডেস্ক: সন্দেশখালির পিয়ালি দাসের জামিন নাকচ করে দিল বসিরহাট আদালত। সাত দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন পিয়ালি দাস। পিয়ালির বিরুদ্ধে সাদা কাগজে সন্দেশখালির মহিলাদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল। মঙ্গলবার তিনি এই অভিযোগের ভিত্তিতে জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে ওই বিজেপি কর্মীকে সাত দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। সন্দেশখালির আন্দোলনে একাধিক ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। তার মধ্যে মহিলাদের সাদা কাগজে সই করিয়ে যৌন নির্যাতন ধর্ষণের অভিযোগ লিখে থানায় জমা দেওয়ার ঘটনা নিয়ে হৈচৈ হয়েছে। সেই অভিযোগে বিজেপি কর্মী পিয়ালি দাসের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পিয়ালি দাসকে নোটিশ ইস্যু করে। সন্দেশখালির গ্রামবাসীরা পিয়ালি দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে ওই মহিলা অর্থাৎ পিয়ালি দাস ওরফে মাম্পি অভিযোগ করার জন্য তাদের ডেকে নিয়ে যায় এরপর সাদা কাগজে সই করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। তারপর সেই কাগজে লিখে দেওয়া হয় মহিলাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কিন্তু মহিলার দাবি এরকম অভিযোগ তিনি করেননি তার অভিযোগ ছিল কাজ করে টাকা না পাওয়ার ঘটনা। কিন্তু অভিযোগ পত্রে বয়ান বদলে দেওয়া হয়। এই বয়ান বদলের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই পিয়ালির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন সন্দেশখালির গ্রামের মহিলারা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পিয়ালির বাড়িতে নোটিশ পাঠিয়ে তাকে থানায় আসতে বলে পুলিশ এরপর পিয়ালি কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। মঙ্গলবার পিয়ালি জামিন চেয়ে বসিরহাট আদালতে আত্মসমর্পণ করলে, বিচারক তাকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

ইরানের সঙ্গে চাবাহার বন্দর চুক্তির জেরে ভারতকে নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি আমেরিকার

আপনজন ডেস্ক: ইরানের চাবাহার সমুদ্রবন্দর পরিচালনার জন্য ১০ বছরের একটি চুক্তি করেছে নয়াদিল্লি-তেহরান। সোমবার এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দুই দেশ। এর কয়েক ঘণ্টার মাথায় আমেরিকা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ইরানের সঙ্গে কোনো দেশ ব্যবসায়িক চুক্তিতে গেলে তারা 'সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার' মুখে পড়তে পারে। পাকিস্তান সীমান্তের কাছে অবস্থিত চাবাহার বন্দর কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বন্দরটি উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে ২০১৬ সালে তেহরানের সঙ্গে চুক্তিতে যায় ভারত। এরপর গতকাল দীর্ঘমেয়াদি ওই চুক্তিতে গেল নয়াদিল্লি। ভারতের নৌপরিবহনমন্ত্রী চুক্তিটিকে ভারত-ইরানের সম্পর্কের 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন। তবে ভারত ও ইরানের চুক্তিটি ভালো চোখে দেখছে না ওয়াশিংটন। গত তিন বছরে তেহরান-সংশ্লিষ্ট ছয় শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তারা। আজ মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে দিল্লি-তেহরানের চুক্তি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আবার নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল। বেদান্ত প্যাটেল বলেন, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এখনো কার্যকর। এসব নিষেধাজ্ঞা আরও জোরদার করা হবে। যেসব পক্ষ ইরানের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করার কথা ভাবছে, তাদের সম্ভাব্য মার্কিন ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এই হুঁশিয়ারি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ভারত।

২০১৮ সালের শেষের দিকে চাবাহার বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব নেয় ভারত। এই বন্দরের মাধ্যমে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের পথ খুলে যায়। একই সঙ্গে চাবাহার বন্দর ব্যবহারের কারণে পাকিস্তানের স্থলপথ ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় ভারত। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চাবাহার বন্দর দিয়ে এখন পর্যন্ত ভারত থেকে আফগানিস্তানে ২৫ লাখ টন গম ও ২ হাজার টন ডাল পাঠানো হয়েছে।

চুক্তির বিষয়ে ইরানের সড়ক ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী মেহরদাদ বজরপাশ জানান, চুক্তি অনুযায়ী চাবাহার বন্দরের উন্নয়নে মোট ৩৭ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবেন তাঁরা। আর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, এই চুক্তির ফলে চাবাহার বন্দরে বড় বিনিয়োগের পথ খুলে যাবে।

Al-Ameen Mission

A socio-academic institution with a difference

38 Years in service to the society

Congratulations to the students of X & XII std. in CBSE Examinations 2024

Outstanding Performance in CBSE X std.

Percentage of Marks	No. of Students
100 – 90	46
89 – 80	89
79 – 70	48
69 – 60	24

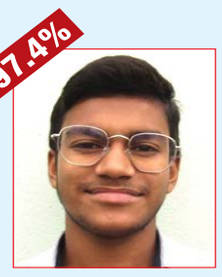
97.4% Nawaz Muntasir

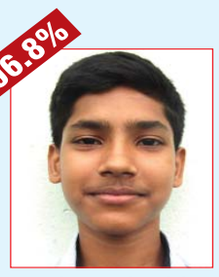
96.8% Sahan Shaikh

96.2% Rajebul Haque

96% Sk Alim Tanzim

95.4% Zaid Iqbal

95% Sk Md Samim

94.6% Shadab Waris

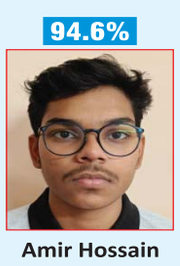
94.6% Amir Hossain

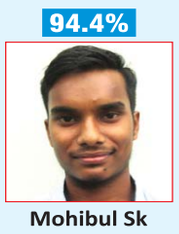
94.4% Mohibul Sk

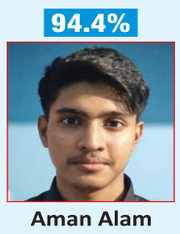
94.4% Aman Alam

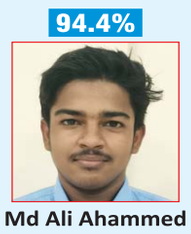
94.4% Md Ali Ahammed

94.4% S Yanoor Hoque

94.2% Nazidul Hassan

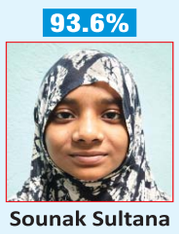
93.6% Sounak Sultana

93.4% Sultana H Parvin

93% Zoya Khan

93% Mostafezar Rahaman

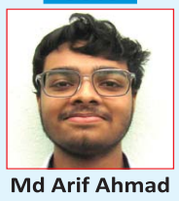
93% Md Arif Ahmad

93% Mir Asif Ali

93% Aneek Masud

46 (21.2%) students have secured 90% and above in the aggregate

135 students (62.2%) have secured 80% and above in the aggregate

ADMISSION NOTICE 2024-25

XI (Science) English Medium

Boys: At least 90% marks in average.

Girls: At least 80% marks in average.

On spot Form Fill up and Admission Test

22 May 2024, Wednesday

Admission Test at
Al-Ameen Mission campus, Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah

Admission test starts from 12 noon.

Those who are interested to take admission should reach the campus by 10 am positively.

The candidate must bring 10 Std. Mark Statement along with Aadhar Card and Admit Card of the Board.

Contact No.: 74790 20070 / 97355 59961

Outstanding Performance in CBSE XII std.

Percentage of Marks	No. of Students
100 – 90	6
89 – 80	17
79 – 70	11
69 – 60	1

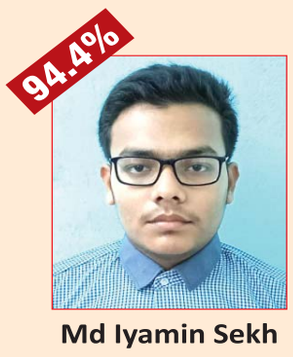
94.4% Md Iyamin Sekh

92.6% Md Mamun Khan

92.2% Ashif Biswas

92% Shan Molla

90.6% Ammar Ajmal Hakim

90% Mannat Sultana

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah Central Office: D J 4/9, New Town, Kolkata 700 156
City Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Mobile: 74790 20043/ 59/ 66/ 76/ 79

প্রথম নজর

শাসনে মাদ্রাসার কৃতীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: একসময় শাসন এলাকা পিছিয়ে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে পরিবর্তনের পর শাসন এলাকা এখন শিক্ষা সহ নানা বিষয়ে এগিয়ে চলেছে। দুর্নাম ঘুচিয়ে শাসন এলাকায় এখন সুনামের সঙ্গে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। মঙ্গলবার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মেহেদী হাসান। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শাসনের আমিনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মাহবুব হাসান মণ্ডল, পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন সামিম গোলদার, ষষ্ঠ ও নবম স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে রোকিয়া সুলতানা ও মুহাম্মদ আবু রায়হান। এই চার কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আমিনপুর কেএমসি সিনিয়র মাদ্রাসার পরিচালনায় ও ফলতি বেলিয়াঘাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান হয়। অন্যদিকে এই মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় তিন কৃতী শিক্ষার্থী খাদিজা খাতুন, সাদিয়া সুলতানা, সামসুদ্দোহাকেও সংবর্ধনা জানানো হয়।
এই অনুষ্ঠানে আমিনপুর সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আবদুল হামিদ সাহেব সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, ইফতিখার উদ্দিন, নজিবুর রহমান মনু, গোপাল মণ্ডল, ইমান আলী সাহেব, আব্দুল হাই, মান্নান আলী, সাহাবুদ্দিন আলি, ঝন্টু প্রমুখ।

দলবদল হলদিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: দেবাংশু ভট্টাচার্য ১১৮ নম্বর বুথে নতুন পার্টি অফিস উদ্বোধন করেন বাসুলিয়া গ্রামে। সেকানেই ২ নম্বর ওয়ার্ডের ১১৮ নম্বর বুথের সিপিআইএম কর্মী সেক আবুজার তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নিলেন।

কেরলে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের, পরিবারের পাশে বাম নেতৃত্ব

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভিন রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু এখন যেনো স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।গত হয়ে দিন আগেই মুর্শিদাবাদ জেলার একই সঙ্গে তিনজন পরিযায়ী শ্রমিকের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।তার পরে এবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের পাকুড় দেয়ার এলাকায় বয়স ৫০ শের সাহারুল সেখ অভাবের সংসারে হাল ধরতেই ভিন রাজ্য কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজের উদ্দেশ্য যায়। কয়েক বছর ধরে কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করে আসছেন সাহারুল সেখ,গত কয়েক মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন বেড়াতে তার পরে আবারো কেরলে কাজের উদ্দেশ্য পাড়ি দেন। ভালোই কাজ করছিলেন সাহারুল প্রতিদিনের মত গত শুক্রবার কাজ সেরে নিজ রুমে এসে রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েন তখন তেমন কিছু সমস্যার বিষয়ে কেও বুঝতে পারেনি রুমের,তার পরে শনিবার সকলে তার নিজ ঘরে ঘুম থেকে না উঠল তার সহ কর্মীরা দেখেন যে কোনো উত্তর দিচ্ছে না এমত অবস্থায় সহ কর্মীরা শাহারুল কে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন শাহারুল কে।সেই খবর বাড়িতে পৌঁছাতে কান্নায় ভেংগে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার ফরিদপুরের নিজ বাড়িতে নিথর দেহ আসতেই কান্নায় ভেংগে পড়ে পরিবার সহ গ্রামবাসীরা।মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বাম নেতৃত্ব গণ এবং সব রকম ভাবে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।বাম সংগঠনের পরিযায়ী শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কামাল হোসেন বলেন যে কোনো পরিযায়ী শ্রমিকের ভিন রাজ্য মৃত্যু হলে তার দেহ সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে মৃতের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো রাজ্য সরকারের দায়িত্ব কিন্তু বর্তমান সরকার সেসব বিষয়ে উদাসীন ,তাই মৃতের পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানান এবং এই পরিবারের পাশে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা খুব ভালো ।

মিড ডে মিলের খাবার সঠিক না মেলায় বিক্ষোভ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সঠিক নিয়মে মিড ডে মিলের খাবার না দেওয়ার অভিযোগে সেন্টার ঘিরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের ভাদুড়িয়া পাড়া ২১৪ নং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।অভিভাবকদের অভিযোগ গত মঙ্গলবার ভোটের দিন থাকায় সেন্টার বন্ধ রাখলেও সেই দিনের খাবার পরের দিন দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সরকার। কিন্তু সেই নির্দেশকে মান্যতা দেইনি দিদিমণি আয়েশা খাতুন তার ইচ্ছা মতো কয়েক জনকে খাবার দিয়ে ছবি তুলে নিয়েছেন।গত এক সপ্তাহ হয়ে গেলেও সকলকে খাবার না দেওয়ায় সেন্টারের শিশুদের অভিভাবকরা একত্র হয়ে সেন্টার ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় । যদিও দিদিমণি আয়েশা খাতুন বলেন যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে সব মিথ্যা বানানো, এলাকার মধ্য আমার সেন্টার সব থেকে ভালো চলে বলে দাবি করেন তিনি।যদিও টুম্পা খাতুন নামের এক গৃহবধূ বলেন দিদিমণি তার ইচ্ছা মত সেন্টারে আসেন এবং যদি আমাদের একটু দেরি হয় আসতে তাহলে অনেক কথা শুনায়,আর খাবার সঠিক ভাবে দেয়না, খিচুড়িতে জল মিশিয়ে বাচ্চা দের দেওয়া হয় বলেও জানান।ঘটনায় উচ্চ আধিকারিক দের জানানো হবে বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

দারিদ্রতার যন্ত্রণা কাঁধে সমাজ বদলের স্বপ্ন চোখে কৃতী মেরিনার

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দারিদ্রতার যন্ত্রণা কাঁধে করে বয়ে নিয়েও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪-এ অসাধারণ ফল করেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের মেরিনা খাতুন। সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়ে ভবিষ্যতে মেরিনা হতে চান রাজনীতিবিদ। ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের চন্দনেশ্বর ১ নম্বর অঞ্চলের সুন্দিয়া সরলা মতিলাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেন তিনি। ৯১.৮ শতাংশ গড়ে ৪৫৯ নাম্বার পেয়েছেন তিনি। মেরিনার বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নাম্বার বাংলায় ৮৬, ইংলিশে ৯১, ভুগোলে ৯৪, ইতিহাসে ৯০ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৮। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মেরিনা। কৃষক পিতা ইসমাইল গাজি ও গৃহবধূ মাতা রাজিয়া বিবি দম্পতির ৩ সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা মেরিনা খাতুনের বাড়ি ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের চন্দনেশ্বর ২ নম্বর অঞ্চলের ঝিজেরআইট(আদর্শ গ্রাম) গ্রামে। পাঠ্যক্রমের বাইরে মেরিনা বিভিন্ন ধরণের বই পড়তে ভালোবাসেন। লেখালেখিও করেন। নিজের অনুভূতি গুলো গেঁথে রাখেন স্বরচিত কবিতা মালায়।
গতানুগতিক ধারার বাইরে বেরিয়ে চিকিৎসক, প্রকৌশলী না হয়ে রাজনীতিবিদ হতে চাওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে " দৈনিক আপনজন" প্রতিনিধিকে মেরিনা বলেন, "বর্তমান সমাজে সাধারণ মানুষ শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপিড়িত, নির্যাতিত। রাজনীতি এমনই একটি মাধ্যম-যেখানে সরাসরি ওই সমস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়। পরবর্তী জীবনে তাই আমি একজন দক্ষ আদর্শ রাজনীতিবিদ হতে চাই।"মেরিনার কৃষক পিতা ইসমাইল গাজি কন্যার পড়াশোনার জন্য বিত্তশালীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন "দৈনিক আপনজন" প্রতিনিধির মাধ্যমে।

তৃণমূলকে জেতাতে কর্মীদের সমর্থন নিতে হবে: অভিষেক

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: ইঁদুরকে বাঘে পরিণত করার পর তাকে আবার ইঁদুরে পরিণত করছিলেন সাধু।সেভাবেই জনগণ যে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো কে ইঁদুর থেকে বাঘে পরিণত করেছেন জনগণ সেখান থেকে আবার ইঁদুরে পরিণত করার ডাক দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। সোমবার ঝালদা থানার তুলিনে নির্বাচনী জনসভা করতে এসে এভাবেই বিজেপি কে হারানোর ডাক দিলেন তিনি। এদিন ভিড়ে ঠাসা সভায় অভিষেক বলেন এই সংসদ কেন্দ্রের একশো দিনের টাকা বন্দ করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। পুরুলিয়ার বিরোধী এই সংসদ কে ভোট দেওয়া উচিত নয় কারণ তিনি থাকেন রাঁচি তে। বাংলার সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। ভিড়ে ঠাসা এই সভায় বিজেপি কে আক্রমণ করলেও অভিষেক কংগ্রেস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি। পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী নেপাল মাহাতো সম্পর্কে বরং তিনি সৌজন্য রক্ষা করেন। এদিন আগাগোড়াই অভিষেক সরব ছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। কোচবিহারের এক বিজেপি নেত্রীর অডিও ক্লিপ শুনিয়ে তিনি বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে তিন মাসের মধ্যে লক্ষীর ভান্ডার বন্দ করে দেওয়া হবে। কিন্তু তৃনমুল থাকতে তা হবে না। তৃনমুল থাকতে সকলেই লক্ষীর ভান্ডার পাবে।শুধু পুরুলিয়া জেলাতেই তিন লক্ষের বেশি মহিলা লক্ষীর ভাণ্ডর পাচ্ছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে একশো দিনের কাজে মানুষকে বঞ্চনার জবাব দিতে আহব্বান জানান অভিষেক। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতো,তৃণমূলের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া ,বিধায়ক (বাঘমুন্ডি) সুশান্ত মাহাতো ছাড়াও স্থানীয় নেতৃত্ব।

বাংলায় মমতার জন্য সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত, দাবি ফিরহাদ হাকিমের

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের লড়াই করছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার পার্ক সার্কাস ক্রাইস্ট দ্য কিং চার্চে চার্চের কাছে ডাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখালঘু সেলের ডাকা ঈদ মিলন উৎসবের রাতে কথাগুলো বলেছেন মন্ত্রী ববি হাকিম। তিনি আর বলেন এই রাজ্যে বিরোধী দলের কোনো অস্তিত্ব নেই। অতএব তাদের ভোট না দেওয়ার পরামর্শ ববি দিয়েছেন। দেশের সংবিধান গণতন্ত্র ও জনগণের মৌলিক অধিকারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরামহীন সংগ্রাম করছেন। সংখ্যালঘু বলতে আর যে যে সম্প্রদায়ের মানুষ দেশে বসবাস করছেন তারা দুর্বল শ্রেণীর।এন আর সি ও সি এর ভয় দেখিয়ে ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের উপর বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সামনে ভোট বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তৃণমূল কে শক্তিশালী করার আহ্বান তিনি জানান। মন্ত্রী জাভেদ আহমদ খান বলেন ভোটে তৃণমূল দল আশানুরূপ ফল করবে।দলের দক্ষিণ কলকাতা সংখ্যালঘু সেল এর সভপতি বিজলি রহমান এদিন বক্তব্য রাখেন। রাজ্যসভার সদস্য নাদিমুল হক, প্রাক্তন সাংসদ মনীষ গুপ্তা, প্রাক্তন বিধায়ক ডাক্তার এম এ কাশেম,পৌরমাতা সানা আহমেদ, সংখ্যা লঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান ও আলম আনসারি সহ দলের নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো। নির্বাচনে দিন যত এগিয়ে আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে সাধারণ মানুষের ব্যপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বক্তারা।

পাপুড়িতে তৃণমূলের বিজয় মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ১৩ ই মে বীরভূমের দুটি আসনে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচন।এখনো তিন দফার নির্বাচন বাকি।তারপর ৪ ই জুন লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। তার আগেই নানুর বিধানসভার পাপুড়ি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিজয় মিছিল করলেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাজল শেখ। উল্লেখ্য বীরভূম জেলার ৪১ নম্বর আসন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করছেন অসিত মাল এবং ৪২ নম্বর আসনে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন শতাব্দী রায়। ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবার আগেই বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা কাজল শেখের নেতৃত্বে তাঁর নিজের গ্রাম পাপুড়িতে একটি বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল করা হল। কাজল শেখ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা বিজয় উল্লাসে মেতে উঠলেন। অনুব্রত হীন বীরভূমে এখন চর্চিত মুখ কাজল শেখ। তিনি বলেন,নানুর বিধানসভার মানুষ আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিজয় মিছিল বের করেছেন। তাদের সাথে এবং শহীদ পরিবারের মানুষদের সাথে এই বিজয় মিছিলে পায়ে পা মেলালাম। অনুব্রত মণ্ডল এখন বীরভূমে নেই, কিন্তু তিনি যে টিম তৈরি করে গেছেন সেই টিম এখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশ মতো বীরভূমে কাজ করে চলেছে। জয়ের বিষয়ে বলেন আগামী ৪ তারিখে হিসেব মিলিয়ে নেবেন। শুধু জোড়া ফুল ফুটবে আর বিরোধীরা চোখে সর্ষে ফুল দেখে বাড়ি ফিরবে।

নজরকাড়া সাফল্য হাশিমিয়ার

এম মেহেদী সানি ● হাড়োয়া

আপনজন: মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও নজরকাড়া সাফল্য পেল হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমীর শিক্ষার্থীরা। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ বছর প্রথমবার উচ্চমাধ্যমিকে ৩১ জন পরীক্ষা দিয়েছিল যাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ২৪ জন বাদবাকি সকল শিক্ষার্থীরা ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে । যুগ্মভাবে দুজন ছাত্র শায়ক আহমেদ ও শাহিন মিরাজ সাপুই ৩৯৫ করে নম্বর পেয়ে মিশনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করেছে হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমীর ছাত্ররা। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩১ জন, ৮৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৩ জন, ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ২২ জন। মিশনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জাহিদুর ইসলাম, যার প্রাপ্ত নাম্বার ৬১২ । এদিন অনুষ্ঠিত মিশনের অভিভাবক সভায় কৃতিদের সংবর্ধিত করা হয়। মিশনে পাঠরত অন্যান্য ছাত্রদের উৎসাহিত করতে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। পাশাপাশি মিশনের সার্বিক ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমীর সুপারিনটেনডেন্ট মুফাস্বির হোসেন। উল্লেখ্য প্রথম শ্রেণীর আবাসিক সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া থানার মল্লিকপুরে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত "হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী" (উঃ মাঃ)। বেশ কয়েক বছর ধরে মূলত পিছিয়ে পড়া মুসলিম ছাত্রদের সামগ্রিক মানোন্নয়নে দাপটের সঙ্গে কাজ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান।

'বাল্য বিবাহ মুক্ত' করবে ব্লক প্রশাসন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: 'বাল্যবিবাহ মুক্ত' ব্লক গড়ে তুলতে তৎপর কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যেই যাতে ব্লক কে সম্পূর্ণ বাল্য বিবাহ মুক্ত ব্লক হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে ব্লক প্রশাসন। সেই উপলক্ষে এদিন ব্লক স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির মিটিং আহ্বান করা হয়।
এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, সিডিপিও তপন বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ থানার সাব-ইন্সপেক্টর ব্রীতি সুন্দর সাহা, কুমারগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পবিত্র বর্মন, অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক দেবাশীষ তামাং, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান, কুমারগঞ্জ গ্রামীন হাসপাতালের তরফে দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) স্বাগতা তালুকদার, সমিতি এডুকেশন অফিসার পলাশ রঞ্জন ঠাকুর সহ আরো অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের মহিলা মিছিল মগরাহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরহাট

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের ভোটকে বিশেষ গুরুত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের। জয়নগর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলের সমর্থনে মগরাহাট পূর্ব বিধানসভায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল। মঙ্গলবার মগরাহাট ২ নং বিডিও অফিস থেকে মহিলা মিছিল শুরু হয়।
এ দিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল সহ সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ববৃন্দ।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়া বর্তমানে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল, মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা, ব্লক সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, যুবনেতা নেতা বাচ্চু শেখ প্রমখ উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বহিষ্কার চেয়ে বিক্ষোভ

মতিয়ার রহমান ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার পীর নগর নাববিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতা, কাজ কর্মে অস্বচ্ছতা এবং আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ১৩ই মে সোমবার বেলা ১১ টা নাগাদ ওই মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং বহিষ্কার চেয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ওই মাদ্রাসার শিক্ষক শেখ মোঃ রুহুল কুদ্দুস বলেন, এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ রেজাউল করিমের স্বৈরাচারী মনোভাব এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তুলে এর আগে বহুবার প্রতিবাদ মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং কাজকর্মে বেনিয়ম এবং অসততার গন্ধ পেয়ে বারবার গর্জে উঠেছেন মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাও। তিনি আরো বলেন বর্তমানে ছয় বছর হল মাদ্রাসায় কোন ম্যানেজিং কমিটি নেই। এডমিনিস্ট্রেটাস দিয়ে মাদ্রাসার কাজকর্ম চলছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রধান শিক্ষক অ্যাডমিনিস্ট্রেট এর সাথেও আলোচনা পরামর্শ না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাদ্রাসায় বন্ধ হয়ে গেছে মিড ডে মিল। পুরাতন হোস্টেল আগেই বন্ধ হয়েছে।
নতুন হোস্টেলে ছাত্রছাত্রীদের সাথে বৈরী মূলক সম্পর্কের জন্য আজ ওই হোস্টেলেও ছাত্র শূন্য হয়ে পড়েছে। এই চরম অরাজক অবস্থা থেকে মাদ্রাসাকে মুক্তি দিতে এবং সমস্ত সমস্যার আশু সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন এর মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিছু মানুষ, যাতে তারা এ বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে এর সুস্থ সমাধান করেন। যদিও এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিমের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিলুপ্তির পথে মনসা মঙ্গলের বেহুলা নদী!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা নদীর কথা তো শুনেছেন তার অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে বসেছে মালদাহে।পুরাতন মালদা শহর ও গ্রাম ঘেঁষে বয়ে গেছে বেহুলা নদী। এক সময় সারা বছরই নদীখাত দিয়ে বয়ে যেত জল।এই নদীর উপর দিয়ে বাণিজ্যিক পথ ছিল নৌকা চলাচল করতো। মালদা জেলার ঐতিহ্যবাহী নদী গুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম বেহুলা নদী । প্রাচীন বাংলার ইতিহাসেও উল্লেখ ছিল এই নদীর নাম। কিন্তু বর্তমানে এই নদী ছোট নালার আকার ধারণ করেছে। পুরাতন মালদার নারায়ণ পুর এলাকার শিল্পতালুকের কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য সরাসরি বেহুলা নদীতে মিশছে। ফলে দুর্গন্ধে নদীর ধারে যেতে পাড়ছেন না পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের জলঙ্গা, মৌলপুর সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। একটা সময়ে নদী খাত দিয়ে সারাবছর জল বয়ে যেত। আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দারা নিয়মিত ব্যবহার করতেন এই নদীর জল। এই নদীর জলের উপর ভরসা করেই অনেকে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা নিয়মিত মাছ ধরতেন। কিন্তু এখন সেইসব ইতিহাস। এই নোংরা জল থেকে এলাকায় মশা মাছি থেকে শুরু করে রোগের উপদ্রব বাড়ছে। আগের মত আর বেহুলা নদীর জল ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আশেপাশে গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, নারায়ণপুর এলাকায় যে সমস্ত কলকারখানা রয়েছে তার দূষিত বর্জ্য সরাসরি মিশছে বেহুলা নদীতে।

প্রথম নজর

৪ বছর পর মুক্তি পাচ্ছেন করোনার রিপোর্ট করা চিনা সাংবাদিক

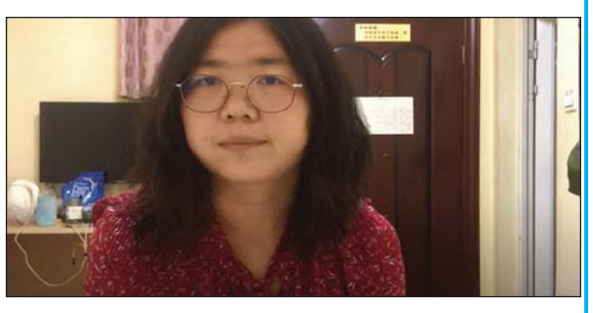

আপনজন ডেস্ক: মহামারির শুরুর দিকে করোনার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত চীনের সেই উহান শহরের পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট করে জেলে গিয়েছিলেন দেশটির সাংবাদিক ঝাং ঝান। চার বছর পর চীনা কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের শুরুর দিকেই নিজের শহর সাংহাই থেকে উহানে গিয়েছিলেন ঝাং ঝান। সেখানের হাসপাতালগুলোতে ভিড় এবং জনশূন্য রাস্তার ভিডিও করে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করছিলেন তিনি। তার এসব প্রতিবেদনে মহামারি নিয়ে চীন সরকারের গোপন রাখা অনেক বিষয় প্রকাশ পায় সবার সামনে। এরপর ২০২০ সালের মে মাসে ঝাং ঝানকে আটক করা হয়।

জুনের শেষদিকে তিনি জেলের ভেতর অনশন শুরু করেছিলেন। সে সময় পুলিশ তার হাত বেঁধে একটি টিউব দিয়ে জোর করে তাকে খেতে বাধ্য করেছিল বলে দাবি করেছিলেন আইনজীবীরা। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ডিসেম্বরেই বিবাদ ও ঝামেলা উসকে দেয়ার অভিযোগে ঝাংকে চার বছরের কারাদণ্ড দেয় চীনা আদালত। এদিকে ঝাংয়ের একজন আইনজীবী রয়টার্সকে জানিয়েছেন, মুক্তি দেওয়া হবে কি-না সেই বিষয়ে তিনি এখনো নিশ্চিত করতে পারেননি। এ বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিনও সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ঝাংয়ের মুক্তির বিষয়ে তার কাছেও কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মাঝামাঝিতে কারাগারের ভেতর ঝাংয়ের স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটেছিল। পরে তাকে কারা হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছিল।

ঝাংয়ের একজন সমর্থক তার মুক্তির বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাক্সে লিখেছেন, 'মুক্তি পাওয়া লোকেরা সাধারণত কঠোর নজরদারির মধ্যে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি কারাগারের চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক। তবুও আমি আশা করি, তিনি (ঝাং) তার প্রাপ্য স্বাধীনতা ফিরে পাবেন।'

এক ভিসায় উপসাগরীয় ৬ দেশে যাওয়ার সুযোগ

আপনজন ডেস্ক: পাসপোর্টে যদি সেনজেন ভিসা থাকে, তাহলে আপনি যেতে পারবেন সেনজেনভুক্ত ২৭টি দেশের যেকোনোটিতে। ঠিক একই ধরনের সুবিধায় উপসাগরীয় ছয়টি দেশে ভ্রমণ সুবিধা নিয়ে আসছে নতুন ভিসা 'জিসিসি গ্রান্ড ট্যুর'।

সোমবার খালিজ টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসায় সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, সৌদি আরবসহ মোট ছয়টি দেশ ঘুরতে পারবেন পর্যটকরা।

ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের কর্মকর্তারা বলেছেন, এই ভিসার আওতায় তিনটি দেশে দুই রাত করে অবস্থান ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানোর জন্য খরচ হতে পারে প্রায় ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার দিরহাম, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯৫ হাজার থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার টাকা।

গত সপ্তাহে অ্যারাবিয়ান ট্রাভেল মার্কেটে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার সময় কর্মকর্তারা জানান, 'জিসিসি গ্র্যান্ড ট্যুরস' ভিসা এ বছরের মধ্যেই চালু হতে পারে।

এক্সপিডিয়ার গ্লোবাল মার্কেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেহান আসাদ মনে করেন, এই ভিসার মাধ্যমে উপসাগরীয় অঞ্চলে পর্যটন খাত আরও প্রসারিত হবে।

তিনি বলেন, আমরা ১ কোটি মানুষের ওপর একটি গবেষণা চালিয়েছি এবং ট্যুর প্যাকেজ তৈরি করব মানুষের চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই।

তিনি জানান, এই ভিসার আওতায় তাদের ট্যুর প্যাকেজের প্রাথমিক ফোকাস হবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব। তবে, বিভিন্ন বিকল্প বেছে নেয়ার সুবিধা থাকবে পর্যটকদের জন্য।

ট্রাভেজির সহযোগী নির্বাহী আনাস আনানে বলেন, একটি দেশের জন্য ফ্লাইট ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখতে জনপ্রতি ১ হাজার ৫০০ দিরহাম থেকে ভ্রমণ প্যাকেজ শুরু হবে। উপসাগরীয় দেশগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি ও পর্যটন মৌসুমের ওপর নির্ভর করে এই খরচ বাড়তে বা কমতে পারে।

আল-আকসা মসজিদে ফের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের জেরুজালেম শহরে অবস্থিত ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদে তাণ্ডব চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলিরা।

মঙ্গলবার (১৪ মে) মসজিদে বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি ঢুকে পড়ে। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি ইসরায়েলি পতাকা প্রদর্শন করেন।

সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি নাগরিক আল-আকসা প্রাঙ্গণে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। এ সময় সেখানে এক উগ্রবাদী ইসরায়েলের পতাকা প্রদর্শন করেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, আল-আকসা প্রাঙ্গণে এক ইহুদি ব্যক্তি ইসরায়েলের পতাকা বের করে মেলে ধরলে সেখানে ইসরায়েলি পুলিশের কয়েকজন সদস্য তার সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলতে থাকেন। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময় ওই ব্যক্তি কিছুক্ষণ পতাকা প্রদর্শন করে তা গুটিয়ে নেন এবং মসজিদ প্রাঙ্গণের একদিকে চলে যান। ইসরায়েলের এ পতাকাটি পবিত্র স্থানটির সঙ্গে

ইহুদিদের সংযোগ বাড়াতে বেয়াদেনু র‍্যালির পর প্রদর্শন করা হয়েছে। বেয়াদেনু ইহুদির একটি গোষ্ঠী যারা আল-আকসার নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়। ইসরায়েলি পতাকা উত্তোলনের জন্য তারা ১৪ মে এ র‍্যালির আয়োজন করে।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা এ দিবসকে নাকাবা বা মহাবিপর্যয়ের দিন হিসেবে স্মরণ করে থাকেন। এ দিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে ইসরায়েল সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল।

উল্লেখ্য, আল-আকসা প্রাঙ্গণে ইসরায়েলিদের তাণ্ডব নিয়মিত ঘটনা। যদিও ইহুদি ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী পবিত্রতার ধারণার কারণে আল-আকসা প্রাঙ্গণে ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অন্যদিকে গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জুমার নামাজেও বাধা দিয়ে আসছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। তবে তাদের বাধার কারণে অনেকে পুরাতন এ নগরীর সড়কে নামাজ আদায় তরে থাকেন।

ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডব নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েলিরা মসজিদে নামাজরত অবস্থায় মুসল্লিদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

বাইডেনের পুনর্নির্বাচনকে যেভাবে হুমকির মুখে ফেলতে পারে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভার্জিনিয়া রাজ্যে নির্বাচনি প্রচারণা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় ফিলিস্তিনপন্থি এক বিক্ষোভকারী চিৎকার করে বলেন, 'জেনোসাইড জো, গাজায় কত শিশু হত্যা করেছো?'

মাত্র কয়েক সেকেন্ড তার এই চিৎকার শোনা যায়, কারণ সাথে সাথেই দলীয় কর্মীরা প্রেসিডেন্টকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার সময় 'আরো চার বছর, আরো চার বছর' স্লোগান দিতে শুরু করে। এতে বিক্ষোভকারীর স্লোগান চাপা পড়ে যায়। এটি ছিল ২৩ জানুয়ারির ঘটনা। যখন বাইডেন, নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী হয়েছেন, কিন্তু প্রাইমারি নির্বাচনে তখনও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডেলিগেট পাননি। তবে ততদিনে জো বাইডেনের পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পথে গাজায় ইসরায়েল এবং হামাসের যুদ্ধ মোকাবেলা করা একটি কঠিন সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে একশোরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের জোয়ারে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মি. বাইডেন আগের চেয়ে আরও বেশি বাধার মুখে পড়ছেন বলে মনে হচ্ছে। এই বিক্ষোভে দুই হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে সশস্ত্র হামলা চালানোর পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'জেনোসাইড জো' নামটি ছড়িয়ে পড়ে।

হামাসের এই হামলায় ১ হাজার ২শ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয় এবং আরও প্রায় আড়াইশ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায় তারা, যার ফলে এখন যুদ্ধ চলছে। ২৮ অক্টোবরের মধ্যে ডেট্রয়েটে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এটি বহুল উচ্চারিত একটি স্লোগান হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের প্রথম মাসগুলোয় বাইডেন যখন ইসরায়েল সরকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেওয়ার কথা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের আরব-মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বাম-গণতান্ত্রিক ভোটারদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন এটি স্পষ্ট ছিল না যে গাজায় যুদ্ধ এত দীর্ঘ মাস ধরে চলবে এবং অনেক মানুষ হতাহত হবে। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৩৫ হাজার ফিলিস্তিনি মারা গেছেন, যা তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে অসন্তোষের ঝড় বইয়ে দিয়েছে যারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছে।

এই তরুণরা এবং তাদের কাছাকাছি দৃষ্টিভঙ্গির অন্যান্য সংখ্যালঘু যেমন- ল্যাটিনো, এশিয়ান, আফ্রিকান-আমেরিকান, এলজিবিটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা মূলত ডেমোক্র্যাট পার্টির ভোটার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এদের সমর্থন বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম যা পেলে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবেন বাইডেন।

এদিকে গত বছরের ৭ অক্টোবরের হামলার পর বাইডেন হামাসের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

একই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ইসরায়েল ভ্রমণ করেন তিনি এবং ইরান, লেবাননের হেজবুল্লাহ মিলিশিয়াসহ ওই অঞ্চলে হামাসের অন্যান্য মিত্র যেন সংঘাত বাড়াতে না পারে তা সতর্কতা হিসেবে ভূমধ্যসাগরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী মোতায়েন করেন।

ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের ধ্বংসযজ্ঞ এবং বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মানুষ হতাহত যে হয়েছে তা নয় বরং নেতানিয়াহু সরকারের কঠোরতার কারণে গাজায় খাদ্য ও মানবিক সাহায্যের প্রবেশও কমে যায়। এর ফলে জাতিসংঘ, এনজিও এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সরকার কঠোর সমালোচনা করলেও বাইডেন তখন থেকেই ইসরায়েলের প্রতি তার সমর্থনে অবিচল আছেন - অন্তত জনসমক্ষে।

হামাসের এক হাজারের বেশি যোদ্ধা তুরস্কে চিকিৎসা নিচ্ছে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের এক হাজারের বেশি যোদ্ধা তার দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। এছাড়া ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামাসের কর্মকাণ্ডকে একটি 'প্রতিরোধ আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি।

সোমবার গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কায়রিয়াকোস মিতসোতাকিসের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন এরদোগান। ওই সময় এরদোগান আরও বলেন, গ্রিস হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে দেখে– যা তাকে পীড়া দেয়।

তবে পরবর্তীতে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক তার্কিস কর্মকর্তা জানান, তুরস্কে মূলত ১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদেরকে প্রেসিডেন্ট এরদোগান হামাসের যোদ্ধা হিসেবে ভুল ভেবেছেন।

এই কর্মকর্তা বলেছেন, প্রেসিডেন্ট এরদোগান ভুল বলেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন গাজার ১ হাজার মানুষ আমাদের এখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন, হামাসের সদস্য নয়।

এরদোগানের পাশে দাঁড়ানো গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গাজার যুদ্ধের সব বিষয়ের সঙ্গে গ্রিস ও তুরস্ক একমত হতে পারবে না। তবে গাজায় একটি দীর্ঘকালীন যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন এ বিষয়ে গ্রিস একমত।

তুরস্ক ও গ্রিস উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য। তবে একই জোটের সদস্য হলেও দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই উত্তেজনা তৈরি হয়। এসব উত্তেজনা নিরসনের জন্য আলোচনা করতে তুরস্কে গেছেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী।

আলোচনা শেষে তার্কিস প্রেসিডেন্ট এরদোগান জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো 'সমাধান অযোগ্য সমস্যা' নয়।

গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলতে বললেন মার্কিন সিনেটর

আপনজন ডেস্ক: গাজায় সাত মাস ধরে অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল। দেশটি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত অভিযান চালানোর ঘোষণা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। রাশিয়ান সংবাদমাধ্যম আরটির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মার্কিন ওই সিনেটর বলেন, চলমান অস্তিত্বের যুদ্ধে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের জয় পাওয়ার জন্য তাদের যা প্রয়োজন তাই করতে হবে। তিনি বলেন, ঠিক যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা ফেলাও ন্যায়সঙ্গত ছিল।

রোববার এনবিসি নিউজের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, গাজায় বেসামরিক হতাহতের জন্য হামাস দায়ী। এ যুদ্ধে বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইসরায়েলকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। আর সেটা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন।

গ্রাহাম বলেন, পার্ল হারবারে হামলার পরে যখন আমরা জাতি হিসেবে জার্মান এবং জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিলাম, আমরা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে বোমা হামলা করে যুদ্ধ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সুতরাং ইসরায়েলকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তাই করতে হবে।

তিনি বলেন, ইসরায়েলকে (পারমাণবিক) বোমা দেওয়া উচিত যাতে করে তারা এ যুদ্ধ শেষ করতে পারে। তারা এখানে হারতে পারে না।

ইসরায়েলের কট্টর এই সমর্থক নিজ দেশের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ইসরায়েলকে অস্ত্র দেওয়ার বন্ধ করা উচিত হয়নি। এ ছাড়া গাজায় বেসামরিক প্রাণহানির জন্য হামাসকেই দায়ী করেন। তিনি অভিযোগ করেন, হামাস বেসামরিক নাগরিকদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পের নির্দেশেই স্টর্মিকে ঘুষ দিয়েছি: কোহেন

আপনজন ডেস্ক: সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেন।

সোমবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আদালতে জবানবন্দি দেওয়ার সময় তিনি এ কথা বলেন।

জবানবন্দি দেওয়ার সময় কৌঁসুলি সুসান হফিংগারের প্রশ্নের জবাবে কোহেন বলেন, 'আমি যা করেছি, ট্রাম্পের নির্দেশনায় এবং তার লাভের জন্যই করেছি।'

একপর্যায়ে ফোন রেকর্ড বের করে কৌঁসুলিরা দেখান, ঘুষ দেওয়ার ওই সময় ফোনে কথা বলেছিলেন ট্রাম্প ও কোহেন। কোহেন ২০১৬ সালের ২৮ অক্টোবর ট্রাম্পকে কল দিয়ে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় কথা বলেন। ওই দিনই স্টর্মির সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত হয়েছিল।

কোহেন আরো বলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি স্টর্মির আইনজীবীর কাছে ব্যাংকের মাধ্যমে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার হস্তান্তর করেছিলেন।

স্টর্মি সমঝোতা চুক্তি এবং অতিরিক্ত নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যা তাকে নীরব হতে বাধ্য করেছিল।

বিষয়টি ট্রাম্প জানতেন কি না– কৌঁসুলি সুসানের এমন প্রশ্নের জবাবে কোহেন বলেন, 'তাৎক্ষণিকই' জেনেছেন। তিনি বিষয়টি ট্রাম্পকে জানিয়েছেন। তাকে দেওয়া কাজটি যে সম্পন্ন হয়েছে তিনি তা জানতেন।

জানা গেছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেছেন আদালত। এ দিনও জবানবন্দি দেবেন কোহেন।

গাজামুখী ট্রাক থেকে ত্রাণ ফেলে দিচ্ছে ইসরায়েলিরা!

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজামুখী ত্রাণবাহী ট্রাক আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বিক্ষোভকারীরা। শুধু তাই নয়, এ সময় তারা ট্রাক থেকে খাবারের প্যাকেটগুলো ফেলে দেয় এবং শস্যের ব্যাগগুলো ছিঁড়ে ফেলে। মঙ্গলবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৪ মি.

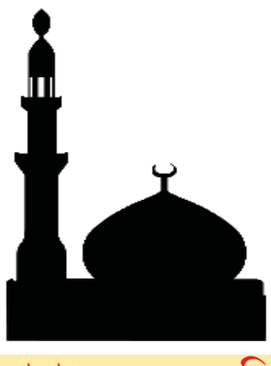

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৭	৪.৫৬
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৯	
মাগরিব	৬.১৪	
এশা	৭.৩২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট ইবু আগ্নেয়গিরিতে আবারো অগ্ন্যুৎপাত

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট ইবু আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা ছড়াতে শুরু করেছে। পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশি উঁচুতে ছড়িয়ে পড়েছে এর ছাই। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল সোয়া ৯টায় প্রায় ৫ মিনিটের জন্য অগ্ন্যুৎপাত হয়। এসময় আকাশে ছাই ৫ কিলোমিটার (৩ দশমিক ১ মাইল) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

জাপানের সেনাবাহিনীতে যৌন হয়রানির শিকার নারীরা

আপনজন ডেস্ক: জাপানের সেনাবাহিনীতে ক্রমাগত যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন নারীরা। এর ফলে ২০২৩ সালে দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নারীদের আবেদন ১২ শতাংশ কমেছে। নারীরা বলছেন, যৌন হয়রানির কারণে এ বাহিনীতে যোগদানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন তারা। এদিকে নারীদের যৌন হয়রানি রোধে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়েছিল জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতির নয় মাস পরেও তেমন কোনো অগ্রগতি দেখতে পারছে স্বাধীন বিশেষজ্ঞ প্যানের।

সেনাবাহিনীতে নারীদের যৌন হয়রানি রুখতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তার জন্য একটি স্বাধীন প্যানেল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের দেওয়া প্রস্তাবের ওপর কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত প্যানেল গত বছরের আগস্টে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় প্রতিবন্ধকতার কথা বলা হয়। ওই প্যানেলের প্রধান মাকোতো তাদাকি বলেন, সেনাবাহিনীতে নারীদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা এক প্রকার অকার্যকর। এই প্রশিক্ষণের একটিতে রয়টার্সও অংশগ্রহণ করে। মামলা দায়ের করা এক নারী সাক্ষাতকারে বলেন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শিক্ষার মাধ্যমে তিনি যা শেখানো হয় ১০ বছরের কর্মক্ষেত্রে তিনি তার প্রয়োগ দেখেননি।

ইরাকে 'সন্ত্রাসী' হামলায় সেনা কর্মকর্তাসহ ৫ সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইরাকের মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ সালাহেদ্দিনে সেনা চৌকিতে 'সন্ত্রাসী' হামলায় ৫ সেনা নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন সেনা কর্মকর্তা ও অন্য চারজন সেনাসদস্য। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি।

একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, দায়েশ (ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠী) সন্ত্রাসীরা মাতেবিজা গ্রামের একটি সেনা চৌকিতে আক্রমণ চালিয়ে 'চারজন সেনা এবং রেজিমেন্ট কমান্ডারকে হত্যা করে।

অবশ্য ইরাকের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'সন্ত্রাসী হামলাকে ব্যর্থ করার সময়' একজন অফিসার এবং তার রেজিমেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে সিরিয়া এবং ইরাকে আইএসের উত্থান ঘটে। সেসময় দুই দেশের বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নিজেদের পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক এই উগ্রবাদী গোষ্ঠী। তবে ২০১৭ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের সমর্থিত ইরাকি বাহিনী ইরাকে আইএসকে পরাজিত করে। এরপর ২০১৯ সালে মার্কিন-সমর্থিত কুর্দি বাহিনীর কাছে সিরিয়ার শেষ অঞ্চলটিও হারায় সন্ত্রাসী এই গোষ্ঠীটি। তবে আইএসের অবশিষ্ট কিছু দল এখনো তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং মরুভূমির আস্তানা থেকে তারা বিভিন্ন সময়ই প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে থাকে।

ফ্রান্সে প্রিজন ভ্যানে হামলায় নিহত ২, হামলাকারী বন্দিদের খুঁজছে পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের নরম্যান্ডির রুয়েন শহরের কাছে মঙ্গলবার একটি প্রিজন ভ্যানে অতর্কিত হামলায় দুই ফরাসি কারারক্ষী নিহত হয়েছেন। সশস্ত্র এ হামলায় তিন কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছেন।

ফরাসি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন বন্দিকে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় হামলা হয়। এ সময় বন্দি হামলাকারীদের সঙ্গে পালিয়ে যান। তাদের খোঁজে কয়েক শ পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ এক্সে লিখেছেন, 'অপরাধীদের খুঁজে বের করতে সব কিছু করা হচ্ছে।' এ ছাড়া এ হামলায় তিন কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা বর্তমানে হাসপাতালে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিচারমন্ত্রী এরিক ডুপন্ড-মোরেটি। ক্রাইসিস ইউনিটের মিটিংয়ের পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ডুপন্ড-মোরেটি বলেছেন, প্রিজন ভ্যানে আক্রমণের জন্য 'ভারী অস্ত্র' ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'দুই এজেন্ট মারা গেছেন। একজন স্ত্রী ও দুই সন্তানকে রেখে গেছেন, দুই দিন পর তাদের ২১তম জন্মদিন উদযাপন করার কথা ছিল। অন্যজন পাঁচ মাসের গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখে গেছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা, ২ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১, ৬ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

গণতন্ত্র

বিশ্বব্যবস্থা যখন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পরাশক্তিদের মধ্যে তৈরি হয় বড় ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তখন দেশে দেশে দেখা যায় যুদ্ধবিগ্রহ ও অস্থিরতা। এমন অবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা বা সংকট থাকিবে না—তাহা হইতে পারে না। তবে ইহার মধ্যেও বতসোয়ানা, মরিশাস, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আফ্রিকার অন্তত ১১টি দেশে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা আশাব্যঞ্জক। কারণ এই সকল দেশে নির্বাচনি ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। মানুষ তাহার গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হইতেছে। এই সকল দেশের অধিকাংশের স্বাধীনতা লাভ বা গণতন্ত্রের বয়স যে খুব বেশি, তাহা নহে। বিশ্বের হতাশাজনক পরিস্থিতিতেও আফ্রিকার এই দেশগুলিতে গণতন্ত্রের সাফল্য দেখিয়া আমরা যারপরনাই খুশি; কিন্তু এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল অনেক দেশে গণতন্ত্রের অবনমন হইতেছে দুঃখজনকভাবে। এমনকি পৃথিবীর সর্ববৃহত্ গণতান্ত্রিক দেশের অবস্থাও খুব বেশি আশাপ্রদ নহে। এই সকল দেশে মানবাধিকার, আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পড়িতেছে হুমকির মুখে।

তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে যেই সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানে ঘটিতেছে নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া হুমকি-ধমকি, বোমাবাজি, মারামারি, হানাহানি, হাতাহাতি, খুনাখুনি, বুথ বা কেন্দ্র দখল, এজেন্টকে বাহির করিয়া দেওয়া ইত্যাদি যেইভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আমরা উদ্বিগ্ন। ভোট দিতে বাধা বা প্রতিপক্ষের উপর পরিকল্পিত হামলার মাধ্যমে নির্বাচনি পরিবেশকে প্রভাবিত ও বিষাক্ত করিবার এই হীন চেষ্টা নিন্দনীয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ ও ক্ষমতার হস্তান্তর ব্যতীত গণতন্ত্র ফলপ্রসূ হইতে পারে না; কিন্তু যখন প্রার্থী ও তাহার সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলা দিয়া আটকানোর চেষ্টা করা হয়, তাহাদের ঘরবাড়ি ও এলাকায় থাকিতে দেওয়া হয় না, নির্বাচনের পূর্বে ও পরে তাহাদের উপর ন্যক্কারজনকভাবে হামলা করা হয়, নির্বাচনি অফিস এবং ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকেন্দ্র ভাঙচুর করা হয় বা অগ্নিসংযোগ করা হয়, অবৈধ অর্থের ছড়াছড়ি চলে, তখন সাধারণ ভোটারদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সবচাইতে দুঃখজনক হইল, এই সকল অপকর্মের পরও অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগের পক্ষ হইতে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা তো হয়ই না, বরং অনেক সময় অপরাধীদের পক্ষাবলম্বন করা হয়। এই পরিস্থিতি মোটেও কাম্য নহে।

যেই সকল দেশে এই সকল অন্যায় ও অপকর্ম করিয়া ক্ষমতাসীনরা পার পাইয়া যাইবেন বলিয়া মনে করেন, তাহারা আসলে বোকার স্বর্গে বসবাস করিতেছেন। তাহারা সাময়িকভাবে লাভবান হইলেও ইতিহাস তাহাদের কখনো ক্ষমা করিবে না। এইভাবে একটি প্রজন্ম বা জাতিকে ধোঁকা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু একদিন ঠিকই সঠিক ইতিহাস বাহির হইয়া আসিবে। তখন বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইবে, তাহারা দেশ ও জাতির কী সর্বনাশ ও ক্ষতি করিয়াছেন! ছোট ও বড় নির্বাচনি ব্যবস্থাকে তাহারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহারা যে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির কথা বলিতেন, তখন দেখা যাইবে তাহা মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প কাটছাঁট, ঠিকমতো বিল বা অর্থ দিতে না পারা, দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারা ইত্যাদির গল্প পড়িয়া পরবর্তী প্রজন্ম বিস্মিত হইবেন। তাহারা দেখিতে পাইবেন রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ সকল কিছুতে সেই সময় ছিল একধরনের স্থবিরতা।

অতএব, ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা ও ইহার বিকাশে নিরন্তর কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কথায় বলে :অতিচালাকের গলায় দড়ি। গণতন্ত্রকে নস্যাত্ করিয়া অতিচালাকের পরিণামও একই হইতে বাধ্য, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই জন্য অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাহার 'ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম' গ্রন্থে উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন মর্মে মর্মে। সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করিতে হইলে গণতন্ত্র ছাড়া তাহা সম্ভব নহে।

রাশিয়ার তীব্র হামলায় ইউক্রেনের দুর্বলতাগুলো উঠে আসছে

মে মাস ইউক্রেনের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রুশ সেনারা ইউক্রেনের ঘুম কেড়ে নিয়েছে! উত্তর খারকিভ অঞ্চলের ভোভচানস্ক শহরে গত শুক্রবার তীব্র গোলাবর্ষণ ও বিমান বোমা হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। অথচ দেড় বছরেরও বেশি আগে রাশিয়ার দখল থেকে এই অঞ্চল মুক্ত করেছিল ইউক্রেন। খারকিভ হামলায় দুই শিশুসহ অন্তত সাত জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে অনেকে। খারকিভ অঞ্চলে নতুন করে হামলার ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্যাপক শক্তিমত্তা নিয়ে মাঠে নেমেছে মস্কো। লিখেছেন **টিম লিস্টার**।

মে মাস ইউক্রেনের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রুশ সেনারা ইউক্রেনের ঘুম কেড়ে নিয়েছে! উত্তর খারকিভ অঞ্চলের ভোভচানস্ক শহরে গত শুক্রবার তীব্র গোলাবর্ষণ ও বিমান বোমা হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। অথচ দেড় বছরেরও বেশি আগে রাশিয়ার দখল থেকে এই অঞ্চল মুক্ত করেছিল ইউক্রেন। খারকিভ হামলায় দুই শিশুসহ অন্তত সাত জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে অনেকে। খারকিভ অঞ্চলে নতুন করে হামলার ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্যাপক শক্তিমত্তা নিয়ে মাঠে নেমেছে মস্কো।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্রসরঞ্জাম পাওয়ার কথা রয়েছে কিয়েভের। ঠিক এমন একটি অবস্থায় ইউক্রেনের দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছে রাশিয়া। এখন পর্যন্ত মোটাদাগে ইউক্রেনের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলেই সামরিক তত্পরতা চালিয়ে আসছিল মস্কো। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এবার নতুন নতুন অঞ্চলে হামলা চালানোর কথা ভাবছে রুশ বাহিনী।

এই বছর ইউক্রেনে আন্তঃসীমান্ত হামলা বেড়েছে। ফলে আন্তঃসীমান্তনিরাপত্তা ইউক্রেনকে বেশ ভোগাচ্ছে। অন্যদিকে, ইউক্রেনীয় বাহিনীকে একঅর্থে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে। রুশ বাহিনীর তুলনায় ইউক্রেনীয় সেনাদের হাতে সেভাবে আর্টিলারিও নেই। বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এসব কিছু ছাপিয়ে ইউক্রেনের জন্য মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সেনাঘাটতি'। ইউক্রেনের জন্য চিন্তার আরো বড় কারণ, আবহাওয়াও বাগড়া দিচ্ছে কিয়েভ সেনাদের অপারেশনে। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে তাদের দুর্দশা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কীভাবে? শুকনো পরিবেশে রুশ যান্ত্রিক ইউনিটগুলি সহজে চলাচল করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে রুশ সেনাদের জন্য হামলা চালানো সহজতর হচ্ছে। সব মিলিয়ে ইউক্রেন যে চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন, ইউক্রেনীয় ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের উপপ্রধান মেজর-জেনারেল ভাদিম স্কিবিটস্কির কথাতেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্প্রতি ইকোনমিস্টকে তিনি বলেছেন, 'আমরা সব দিক দিয়েই সমস্যায় পড়ছি। আমাদের কাছে সেভাবে অস্ত্রশস্ত্র নেই। এর মধ্যে আবার শুষ্ক মৌসুম। তারা (রাশিয়া) এটা বেশ ভালো করেই জানত যে, এপ্রিল ও মে মাস আমাদের জন্য কঠিন সময় হবে।'

ইউক্রেনের গোয়েন্দাদের অনুমান, পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু ইউক্রেনের অভ্যন্তরে বা সীমান্ত অঞ্চলে এখনো প্রচুরসংখ্যক সেনা প্রস্তুত রয়েছে লড়াইয়ের জন্য। ১ বা ২ লাখ নয়, ৫ লাখের বেশি সেনা প্রস্তুত রেখেছে মস্কো। স্কিবিটস্কির দাবি, মধ্য রাশিয়ায় 'সেনা রিজার্ভ ডিভিশন' তৈরি করছে রাশিয়া। এর আগে একইভাবে সেভার (উত্তর) নামে রুশ সামরিক গোষ্ঠী গঠন করেছিল মস্কো। ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারের জর্জ ব্যারোসের ভাষ্য অনুযায়ী, সেভার হচ্ছে 'গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল গ্রুপ'। ব্যারোসের মতে, 'খারকিভ আক্রমণের জন্য সেনা রিজার্ভ ডিভিশনে ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ সেনা প্রস্তুতের লক্ষ্য ছিল মস্কোর। তবে আমাদের ধারণা, অন্তত ৫০ হাজার সেনা প্রস্তুত রয়েছেন। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে, এর বাইরেও প্রচুর সেনাশক্তি রয়েছে রাশিয়ার।'

নতুন 'সেনা রিজার্ভ ডিভিশন' থেকে সাঁজোয়া পদাতিক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে হামলা চালানোর চেষ্টা করছে বলে জানা যাচ্ছে। এই পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে যদি অন্যান্য অভিজাত ইউনিট যোগ দেয়, তাহলে হামলার ভয়াবহতা আরো বাড়বে আগামী দিনগুলোতে। ইউক্রেনের এক বিশেষ বাহিনীর সাক্ষাত্কারেও এমন আভাস পাওয়া গেছে। ঐ বাহিনীর বক্তব্য, 'সবে শুরু! আরো বড় হামলা চালানোর মতো সক্ষমতা রাশিয়ার রয়েছে।'

সাবেক এক ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা ফ্রন্টেলিজেন্স ব্লগে লিখেছেন, 'সেনাশক্তির ঘাটতিই ইউক্রেনকে বেশি ভোগাচ্ছে। সেনার অভাবে সীমান্তে বড় ইউনিট মোতায়েন করতে পারছে না কিয়েভ। তাছাড়া তত্ক্ষণাত্ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে।' এরূপ অবস্থায় ইউক্রেনের আন্তঃসীমান্তনিরাপত্তা ক্রমশ নাজুক হয়ে পড়ছে। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, সীমান্ত আক্রমণ পশ্চিমের সুমি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চাইছে রাশিয়া। রাশিয়ার বিশেষ বাহিনী বিগত কয়েক মাস ধরে অভিযান চালিয়ে আসছে এই অঞ্চলে। অর্থাত্, রুশ হামলা নিশ্চিতভাবে আরো বাড়বে আগামী দিনগুলোতে।

সেভার গ্রুপের মতো সেনা রিজার্ভ ডিভিশনের গোটা খারকিভ শহর আক্রমণ ও দখল করার সক্ষমতা নেই। অর্থাত্, সম্ভবত অন্য কোনো লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে রুশ বাহিনী। ব্যারোস মনে করেন, ইউক্রেনীয় বাহিনীকে দোনেস্ক থেকে খারকিভ অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য করার জন্যই এই হামলা। ব্যারোস মনে করেন, রুশ সেনারা ইউক্রেনীয় বাহিনীকে দলছুট করে তা থেকে সুযোগ তৈরি করে নিতে চাইছে। বিশেষ করে দোনেস্ক অঞ্চল পুরোপুরি ফাঁকা করার মিশন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তারা, যা রাশিয়ার এই বছরের অন্যতম অপারেশনাল প্ল্যান।'

সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া যেভাবে আন্তঃসীমান্ত আক্রমণ চালাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলোর প্রতিরোধ ভেঙে দিতে মরিয়া মস্কো। খারকিভ অঞ্চলে বেশ কয়েক মাস ধরে রুশ আক্রমণ স্থগিত ছিল, কিন্তু সেখানেই নতুন করে হামলার ঘটনা ঘটছে। এর অর্থ, ইউক্রেনের অভ্যন্তরে ক্রেমলিন 'বাফার জোন' তৈরি করার চিন্তা করে থাকতে পারে। এরপর হয়তো-বা অন্যান্য শহরকেও টার্গেট করবে রুশ বাহিনী। খারকিভে যা ঘটছে, তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ্যে আনছে মস্কো। এভাবে আক্রমণ বাড়ানোর মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের দুইটি গুরুতর দুর্বলতা প্রকাশ পায়—এক. সেনা ঘাটতি; এবং দুই. বিক্ষিপ্ত বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। পশ্চিমা সহায়তা ইউক্রেনের হাতে পৌঁছানোর আগেই রাশিয়া তড়িঘড়ি করে কিয়েভের এ দুই দুর্বলতা কাজে লাগাচ্ছে।

ইউক্রেনের এক সেনা গত সপ্তাহে ইউক্রেনীয় টেলিভিশনকে বলেছিলেন, রুশ সেনারা ক্ষীপ্রবেগে অগ্রসর হচ্ছেন। তারা প্রচুর পরিমাণ সেনা ও অস্ত্র মজুত করেছেন। সুবিশাল রুশ পদাতিক বাহিনী দিনরাত আক্রমণ করছে। বড় ও ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে তারা।'

ব্যারোস মনে করেন, ইউক্রেনের প্রশিক্ষিত সেনাঘাটতি তো আছেই, এর পাশাপাশি ইউক্রেনের আকাশসীমা রুশ সেনদের জন্য অভয়ারণ্য হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো দূরপাল্লার বিমান প্রতিরক্ষা সম্পদ সরবরাহ করা একান্ত জরুরি। রুশ বিমান আটকানোর জন্য এটা অনেক বেশি জরুরি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিমান প্রতিরক্ষা যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্রের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয় বলেই মনে হচ্ছে। বরং আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন পড়বে। তা না হলে প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অভাবের কারণে ইউক্রেনের ক্ষয়ক্ষতি আরো জটিল আকার ধারণ করবে। সহজ করে বললে, রুশ বাহিনীর তুলনায় ইউক্রেনীয় বাহিনী ব্যাপকভাবে পেছনে পড়ে যাবে।

একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ক্রাসনহোরিভকাতে ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলো বিগত কয়েক মাস ধরে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এবং একটি ইটের কারখানাকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। এই অবস্থান লক্ষ্য করে রুশ সেনারা হামলা চালালে তা ধূলিস্যাত্ হয়ে যায় খুব সহজেই। এক রুশ সামরিক ব্লগার দাবি করেছেন, রুশ আর্টিলারি ফায়ারের মুখে ইউক্রেনীয় সেনাদের এই আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গেছে। ইউক্রেনীয় বাহিনী কতটা প্রতিরক্ষাহীনতায় ভুগছে, তা বুঝতে আর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এমন একটি পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিসহ সংশ্লিষ্ট ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা 'সক্রিয় ও যুতসই' প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ নিয়েই তারা বেশি কথা বলছেন। রুশ হামলা ঠেকানোর জন্য আরো ভালো ও শক্তিশালী 'বিল্ডিং ব্লক' তথা প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ নির্মাণের ওপর জোর দিচ্ছেন।

জেলেনস্কি সম্প্রতি জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা তাদের (রুশ সেনা) থামাতে সক্ষম হব, যখন পর্যাপ্ত সাহায্য আসবে আমাদের হাতে। তবে স্বীকার করতে হয়, পরিস্থিতি সত্যিই কঠিন।' এরকম একটি অবস্থায় জেলেনস্কি দাবি করেছেন, 'এখন পর্যন্ত যে সহায়তা এসেছে, তা পর্যাপ্ত নয়। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের আরো কিছু দরকার।'

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ব্যারোস কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তার মতে, রুশ সেনারা সময়ের অপেক্ষায় ছিল। মাঝে বেশ কিছু দিন দম মেরে ছিল রুশ বাহিনী। তবে আবারও বড় পরিসরে আক্রমণ শুরু করেছে তারা। এর অর্থ, রুশ সেনারা লড়াই করতে প্রস্তুত। ফলে ইউক্রেনীয় বাহিনীকেও প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামতে হবে।'

মার্কিন পদক্ষেপের ধীরগতির কারণেই যে যুদ্ধে পিছিয়ে পড়ছে কিয়েভ, তাতে কোনো দ্বিমত নেই। এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা শোনা যায়। এতে করে যে নানা ধরনের সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

লেখক: আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক

সিএনএন থেকে অনুবাদ

ইউক্রেনের গোয়েন্দাদের অনুমান, পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু ইউক্রেনের অভ্যন্তরে বা সীমান্ত অঞ্চলে এখনো প্রচুরসংখ্যক সেনা প্রস্তুত রয়েছে লড়াইয়ের জন্য। ১ বা ২ লাখ নয়, ৫ লাখের বেশি সেনা প্রস্তুত রেখেছে মস্কো। স্কিবিটস্কির দাবি, মধ্য রাশিয়ায় 'সেনা রিজার্ভ ডিভিশন' তৈরি করছে রাশিয়া। এর আগে একইভাবে সেভার (উত্তর) নামে রুশ সামরিক গোষ্ঠী গঠন করেছিল মস্কো। ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারের জর্জ ব্যারোসের ভাষ্য অনুযায়ী, সেভার হচ্ছে 'গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল গ্রুপ'।

অ্যান্ড্রু হ্যামন্ড

চিন কি ইউরোপকে ভাগ করে শাসন করতে চায়

সন গণনা করলে ২০১৯ সাল খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। কিন্তু চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের জন্য অবশ্যই এটা ভিন্ন যুগের সূচনা। কারণ পাঁচ বছর পর এটা ছিল সি চিন পিংয়ের প্রথম ইউরোপ সফর। এই পাঁচ বছরে বিশ্ব কোভিড মহামারির সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে। চীনে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে এখনো কিছু রহস্য রয়েই গেছে। এ সময়ে বিশ্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনও দেখেছে। রাশিয়ার এই আগ্রাসনকে কৌশলগতভাবে সমর্থন দিয়ে চলেছে বেইজিং।

এই সবকিছুর মানে হচ্ছে, ২০১৯ সালে ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ যেভাবে চীনকে বিবেচনা করত, এখন তাতে ভিন্নতা এসেছে। এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সজাগ সি চিন পিং গত সপ্তাহে খুব সতর্কতার সঙ্গে ইউরোপে তাঁর সফরসূচি ঠিক করেন। সোম ও মঙ্গলবার দুই দিন ফ্রান্স সফরের পর তিনি হাঙ্গেরি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয় এমন দেশ সার্বিয়া যান। সি চিন পিংয়ের ফ্রান্স সফর সম্পর্কে বলা হয়, চীনের সঙ্গে ফ্রান্সের বন্ধন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মডেল। আর হাঙ্গেরি ও সার্বিয়া—দুই দেশই ইউরোপে চীনের সমর্থক।

সি চিন পিং সার্বিয়াকে চীনের 'নিরেট' বন্ধু বলে প্রশংসা করেন। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কও বাড়ছে। এর মধ্যে সার্বিয়ার বায়ু, সৌর ও পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পে চীনের ২২০ কোটি ডলার বিনিয়োগও করছে। ২৭ সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সি চিন পিংয়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান। তিনি শুধু চীনের সঙ্গে নয়, রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে মনোযোগী। ওরবানের এই অবস্থান অন্যান্য সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান থেকে তাঁকে অনেক বেশি ভিন্নতা দিয়েছে।

হাঙ্গেরি সফরের সময় সি চিন পিং, ভিক্তর ওরবানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, হাঙ্গেরি ইউরোপে চীনের বৈদ্যুতিন গাড়িসহ স্বয়ংক্রিয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মূল হাব। চীন নিয়ে ইউরোপ মহাদেশে সমসাময়িক যে মতামত, তার থেকে সার্বিয়া ও হাঙ্গেরির মতামত ভিন্ন। ইউরোপের মূল অবস্থান জানা যায় গত সোমবার ফ্রান্সে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেনের বক্তব্যে। চীন নিয়ে তিনি ডি-রিস্কিং বা ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যে বাণিজ্য না করার নীতি ঘোষণা করেন।

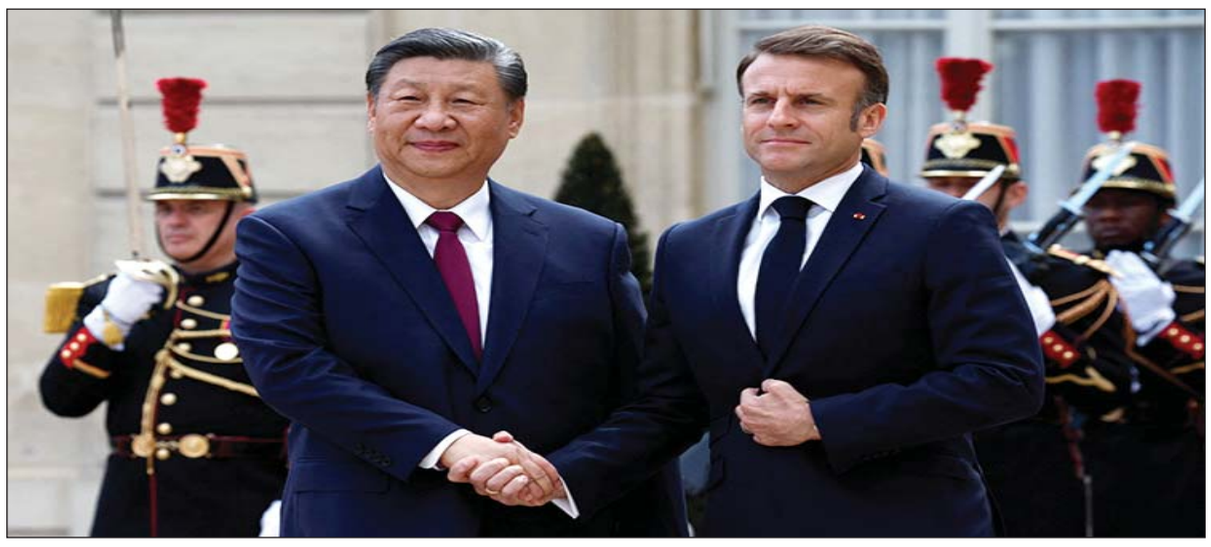

সি চিন পিংয়ের এই সফরের সময় কাকতালীয়ভাবে প্যারিস ও বেইজিংয়ের সম্পর্কের ৬০ বছর পূর্তি হয়েছে। সি চিন পিংকে ফ্রান্স খুব উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। উরসুলা ভন ডার লেনের সঙ্গে সি চিন পিংয়ের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সি চিন পিংয়ের এবারের ইউরোপ সফরের রাজনৈতিক আবহ, পাঁচ বছর আগের সফর থেকে অনেক বেশি ভিন্ন। পাঁচ বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক। সি চিন পিংকে গভীর ভালোবাসায় স্বাগত জানিয়েছিল ইতালি। জি-৭-ভুক্ত দেশের মধ্যেই ইতালিই প্রথম চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোডস মহাপরিকল্পনায় স্বাক্ষর করেছিল। যদিও পশ্চিমা বিশ্ব ইতালির এই সিদ্ধান্তকে তখনই বিতর্কিত বলেছিল। ওয়াশিংটনে ট্রাম্প প্রশাসন ইতালির সমালোচনা করেছিল। ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ২০২২ সালে ক্ষমতায় আসেন। গত বছর তিনি চীনের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কের যে টানাপোড়েন চলছে, তাতে এটা অনিবার্য ছিল।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে পশ্চিমা বিশ্বের বড় অভিযোগ, জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর জনগোষ্ঠীর ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে চীন। আর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে, রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি দিয়ে চীন তার ইলেকট্রিক যানবাহন, ব্যাটারি, সৌর প্যানেলের 'ভাগাড়' বানানোর চেষ্টা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে। এখানেই শেষ নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারা ক্রমাগত উদ্বেগ জানিয়ে আসছেন যে চীন বাইরে থেকে ইউরোপের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে। তাঁরা বলছেন, ইউরোপে চীন ভাগ করো ও শাসন করো কৌশল নিয়েছে, যা কিনা মহাদেশটির সম্মিলিত স্বার্থ খর্ব করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ের প্রধান জোসেফ বোরেল এমন অভিযোগও করেছেন যে চীন ইউরোপে বিকল্প ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজছে। যা-ই হোক, চীনের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি স্পষ্টতই কঠোরতর পথে হাঁটছে। এমনকি বেইজিং দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমন্বিত চুক্তি সম্পাদন করতে পেরেছিল, সেটাও ইউরোপীয় পার্লামেন্টে পুনর্নিরীক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই চুক্তি আটকে যাওয়ার পেছনে মূল উদ্বেগের জায়গা হলো চীনের আচরণ। চীন ইস্যুতে ইউরোপে আরও সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চললেও ২৭টি দেশকে একই ছাতার নিচে আনতে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এই বিভাজনকেই সুযোগ হিসেবে নিচ্ছে চীন। ইউরোপ সফরে প্রথম পা রাখেন ফ্রান্সের মাটিতে। ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর থেকে রাশিয়ার প্রতি কঠোর অবস্থান নিলেও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তাঁর সাম্প্রতিক বক্তব্যে বৃহত্তর ইস্যুতে চীনকে স্বাগত জানিয়ে আসছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত বছর ভন ডার লেনের সঙ্গে বেইজিং সফরের সময় এমানুয়েল মাখোঁ ডি-রিস্কিংয়ের বদলে ইকোনমিক রেসিপ্রোসিটি বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধাদানের নীতির কথা বলেন। তাইওয়ান প্রশ্নে ফ্রান্সের অগ্রাধিকারের জায়গা থেকেও সরে আসেন তিনি।

একই সফরে ভন ডার লেন যখন বলছেন, 'তাইওয়ান প্রণালির স্থিতিশীলতা আমাদের স্থায়ী গুরুত্বের জায়গা।' সেই সময় মাখোঁ বলছেন, 'তাইওয়ান আমাদের সংকট নয়, ইউরোপীয়দের উচিত নয় আমেরিকানদের অনুসরণ না করা।'

গত সপ্তাহে চীন ও ফ্রান্সের মধ্যকার আলোচনার বিষয়বস্তু কী ছিল, সেটা শুধু ইউরোপ নয়, যুক্তরাষ্ট্রও ঘনিষ্ঠভাবে নজরে রেখেছিল। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক মাস আগেই ফ্রান্স সফরসূচি চূড়ান্ত করেন।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, সি চিন পিং তাঁর গত সপ্তাহের ইউরোপ সফরকে মহামারির পর ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিন্যাস বলে আশা করতেই পারেন। যা-ই হোক, ফ্রান্স, সার্বিয়া ও হাঙ্গেরি সফর ছিল অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইউরোপের সঙ্গে চীনের বৃহত্তর মৈত্রীর বিষয়টি শীতলই থেকে যাবে; বরং সেটা এ বছর আরও খারাপ হতে পারে।

অ্যান্ড্রু হ্যামন্ড, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের এলএসই আইডিয়াসের সহযোগী

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

কত বয়স পেরোলে আপনি বুড়া হবেন, কী বলছে গবেষণা

আপনজন ডেস্ক: বয়স বাড়লে বার্ধক্যের লক্ষণগুলো বাড়তে থাকে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু ঠিক কোন বয়সে পৌঁছোলে, তাকে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বলা যেতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর জানেন কি? উত্তরটি আপনাকে চমকে দিতে পারে।

বার্ধক্য কোন বয়সে শুরু হয়, এটি নিয়ে হালে একটি গবেষণা করেছিল জার্মানির বার্লিন শহরের হামবোল্ট ইউনিভার্সিটি। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে বার্ধক্যের প্রকৃত বয়স। অর্থাৎ ঠিক কত বছর পেরোনোর পরে কাউকে বুড়া বা বুড়ি বলা যেতে পারে, তার বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হয়েছিল এখানে।

বার্ধক্যের বেশ কয়েকটি লক্ষণ রয়েছে। এর মধ্যে যেমন আছে শরীরের উপর নানা ধরনের প্রভাব। তেমনই রয়েছে মনের উপরেও প্রভাব। বার্ধক্য কোনো বয়স থেকে শুরু হয়, তা বোঝার জন্য হামবোল্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে সাহায্য নেয়া হয় স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লুক্সেমবার্গ এবং গ্রিফসওয়াল্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিদ্যা বিভাগের চালানোর সমীক্ষার। সেখান থেকেই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা।

এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে 'সাইকোলজি এবং বার্ধক্য' নামক জার্নালে। সেখান থেকে জানা গিয়েছে, এই পরীক্ষার জন্য নানা সময়ে জন্মানো ১৪ হাজার ৫৬ জনকে বেছে নেয়া হয়েছিল। তাদের শরীরের নানা ক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক গড়নের উপরেও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। আর সেখান থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা।

দেখা গেছে, গত কয়েক দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির কারণে মানুষের গড় আয়ু যেমন বেড়েছে, তেমন পিছিয়ে গেছে বার্ধক্যের বয়সও। অর্থাৎ আজ থেকে ২০ বছর আগে কোনো মানুষকে যে বয়সে এসে বার্ধক্যে প্রবেশ করা বলে মনে হতো। এখন আর বার্ধক্যে প্রবেশের বয়স সেটি নেই, বরং তার থেকে অনেক বেড়ে গেছে। সেই বয়সটি এখন কত? গবেষণার ফল বলছে, কয়েক দশক আগেও ৬৭ বছরকে মোটামুটি বার্ধক্যের বয়স বলে ধরা যেত। কিন্তু এখন মোটেও তা নয়। বরং এখন বার্ধক্যে পা রাখার গড় বয়স ৭৬.৮ বছর। নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিচার করে গড় করলে এই বয়সটি আসে।

বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, শরীর যেমনই থাক না কেন বার্ধক্যের সঙ্গে মনের গভীর যোগ আছে। যারা খুব অর্থকষ্টে দিন কাটান, বা যারা একাকিত্বে ভোগেন– তাদের ক্ষেত্রে বার্ধক্যের লক্ষণগুলি অন্যদের তুলনায় একটু আগেই চলে আসতে পারে।

কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ এড়াতে যা করবেন

আপনজন ডেস্ক: বয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকে এ ধারণাটি সঠিক নয়। অল্প বয়সের মানুষের মধ্যে রক্তচাপের মাত্রা বাড়ছে। অপেক্ষাকৃত ২০ থেকে ৪০ বছরের কমেও এটি হতে পারে। দেশের অল্প বয়সী জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তাদের মধ্যে ১৭ শতাংশ পুরুষ আর ৯ শতাংশ নারী।

অল্প বয়সে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ার পেছনে তরুণ প্রজন্মের কিছু বদভ্যাস দায়ী। অতি লবণযুক্ত ফাস্টফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ, ওজন বৃদ্ধি ও কায়িক শ্রমের অভাব অল্পবয়সী মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই তরুণদের ৬৮ শতাংশের উচ্চ রক্তচাপের কোনো উপসর্গ নেই।

গরমে রান্নাঘরে কাটছে সময়?

গরমে রান্নাঘরে কাটছে সময়?

চিকিৎসকেরা বলেন, রক্তচাপের মাত্রা বাড়ছে মানেই একই সঙ্গে বাড়ছে হৃদরোগের ঝুঁকিও। অল্প বয়সেই কোনও গুরুতর রোগের আশঙ্কা এড়িয়ে চলতে যে নিয়মগুলো মেনে চলতে পারেন: ব্যস্ততার মধ্যে কিছুটা সময় বের করে নিয়মিত শরীরচর্চা করতে পারেন। সপ্তাহে অন্তত চার দিন সাইকেল চালানো, সাঁতার বা যে কোনও খেলাধুলো করতে পারলে ভালো। এছাড়া, সকালে ঘুম থেকে উঠে, বিকেলে ও রাতে খাবার পরে হাঁটাহাঁটি করতে পারলে স্বাস্থ্যর জন্য উপকারী।

ছোট থেকেই প্রোটিন, ভিটামিন এবং বিভিন্ন খনিজ, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকা ভালো। পাশাপাশি, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। না হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এই উপাদানগুলি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

এই সময়ে হবু মায়ের বসনএই সময়ে হবু মায়ের বসন

বয়স কম হলেও নিয়মিত রক্তচাপ মাপতে হবে। বিশেষ করে যদি পরিবারে এমন কোনও রোগ থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে সময় থাকতেই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মানসিক রোগ সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় যা করণীয়

ডা. মুনতাসীর মারুফ

সিজোফ্রেনিয়া একটি জটিল মানসিক রোগ। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কারণে আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ-লক্ষণগুলোকে জিন-পরির আছর, জাদুটোনা, আলগা, বাতাস, বাণ, পাপের ফল ইত্যাদি মনে করেন অনেকে। ফলে ওঝা-কবিরাজি, ঝাড়-ফুঁকের মতো অপ্রয়োজনীয় অপচিকিৎসা থেকে শুরু করে রোগীকে চিকিৎসার নামে নানা বর্বর উপায়ে নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। প্রকৃতপক্ষে সিজোফ্রেনিয়া রোগের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে।

উপসর্গ

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নানা ধরনের উদ্ভট ও ভ্রান্ত বিশ্বাস লালন করেন। উপযুক্ত ভিত্তি বা প্রমাণ ছাড়াই তাঁরা মানুষজনকে সন্দেহ করেন। তাঁর অর্থ-সম্পত্তি কেউ নিয়ে নিচ্ছে, ক্ষতি করছে, ষড়যন্ত্র করছে, পথে অনুসরণ করছে, তাঁর মনের কথা জেনে যাচ্ছে, তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছে–এ রকমটাই তাঁরা বিশ্বাস করেন। অনেকে গায়েবি আওয়াজ শোনেন বা জাগ্রত অবস্থায়ই এমন কিছু দেখেন বা শোনেন, যা অন্য কেউ দেখতে পায় না বা শুনতে পায় না।

অনেকে অদ্ভুত আচরণ করেন, যেমন–লোকজনের সামনেই উলঙ্গ হয়ে যাওয়া, নোংরা কাপড় পরা, সব সময় অপরিষ্কার থাকা, ময়লা-নোংরা ঘাঁটা, অকারণে সহিংস হওয়া, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চলাফেরা ইত্যাদি। অনেকে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন। তবে বিচ্ছিন্নভাবে বা সাময়িকভাবে কোনো উপসর্গ থাকলেই তাঁকে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত বলা যাবে না। নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট কিছু উপসর্গ-লক্ষণ দৈনন্দিন জীবনযাপনকে ব্যাহত করলে তবেই রোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কারণ

অন্যান্য মানসিক রোগের মতোই সিজোফ্রেনিয়া রোগটিরও কোনো নির্দিষ্ট কারণ বলা যায় না। তবে এই রোগে বংশগতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। যাঁদের মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-ফুফু, মামা-খালা–এমন নিকটাত্মীয়দের সিজোফ্রেনিয়ার ইতিহাস আছে, তাঁদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

আক্রান্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে ডোপামিন, সেরোটোনিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিকের তারতম্য দেখা যায়।

এ ছাড়া জন্মকালীন জটিলতা, নেতিবাচক ঘটনাবহুল শৈশব, নির্যাতনের শিকার হওয়া, বাস্তুচ্যুতি, ধূমপান, মাদকাসক্তি প্রভৃতির সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক রয়েছে।

মানসিক চাপের কোনো ঘটনা, যেমন–পরীক্ষা, চাকরিচ্যুতি, প্রিয় কারো মৃত্যু প্রভৃতির পর ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির মাঝে এই রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

কোনো ব্যক্তির আচরণে রোগী বলে সন্দেহ হলে রোগ নির্ণয়ের জন্য সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। মূলত অ্যান্টিসাইকোটিকজাতীয় ওষুধ মুখে সেবন বা ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই রোগে দীর্ঘ মেয়াদে ওষুধ সেবন করতে হয়। দেখা যায়, কিছুদিন ওষুধ সেবনের পর উপসর্গ কমে গেলে রোগী বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ বন্ধ করে দেন। ফলে চিকিৎসা সঠিক হয় না এবং কিছুদিন পর রোগ ফিরে আসে। রোগীকে ওষুধ সেবন করানো গেলে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা সম্ভব।

তীব্র গরমে চুলের দুর্গন্ধ এড়াতে যা করবেন

আপনজন ডেস্ক: তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত জনজীবন। এই গরমের তীব্রতা থেকে রেহাই পেতে দিনে দুই বেলা গোসল করতে হচ্ছে। শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য অনেকেই ঘাড়ে-মাথায় পানির ছিটা দিচ্ছেন। এতে শরীরে স্বস্তি মিলছে। কিন্তু এর মাঝে চুলের কথা ভেবে দেখেছেন কি? ঘামের অস্বস্তি এড়াতে গরম বাড়তেই চুল কেটে ছোট করে ফেলেছেন। কিন্তু তাতেও ঘাম কমার নাম নেই। বরং, চুলের গোড়ায় জমছে ঘাম। বাড়ছে চ্যাটচ্যাটে ভাব। এই গরমে চুলের যত্ন নেবেন কীভাবে? রইল টিপস।

১। গরমে প্রতিদিন চুলে পানি ঢালুন। দিনে দু'বেলা স্নান করলে দু'বারই চুল ভেজানোর দরকার নেই। কিন্তু অন্তত একবার চুল ভেজান।

২। প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার আগে শ্যাম্পু করুন। একদিন অন্তর শ্যাম্পু করতে পারেন। এছাড়া সপ্তাহে ২-৩ বার শ্যাম্পু করুন।

৩। অতিরিক্ত তাপ চুলকে শুষ্ক ও রুক্ষ করে তোলে। তাই শ্যাম্পু করার ৩০ মিনিট আগে অবশ্যই মাথায় তেল মাখুন। এটি শুষ্কভাবকে প্রতিরোধ করবে। চুলকে নরম ও স্বাস্থ্যকর করে তুলবে।

৪। শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। পাশাপাশি সেরাম ব্যবহার করুন। এটি চুল পড়া প্রতিরোধ করবে এবং জট ঝারাতে সাহায্য করবে।

৫। সপ্তাহে একদিন স্ক্যাল্পে টক দই দিন। তারপর এটি ২০ মিনিটের জন্য চুলে রেখে দিন। শেষে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একদিন এই কাজটা করলেই চুল ও স্ক্যাল্প ময়েশ্চারাইজড থাকবে এবং চুলকানি কমবে। এই টোটকা চুলও দ্রুত গজাবে।

৬। সপ্তাহে একদিন বরফ গলা পানি দিয়ে চুল পরিষ্কার করুন। এটি আপনার চুলকে ফ্রিজিনেসের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং উজ্জ্বল করে তুলবে।

৭। স্ক্যাল্পে ঘাম বসে চুলকানির সমস্যা বাড়ায়। পাশাপাশি দুর্গন্ধ ছাড়তে থাকে। তাজা অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে স্ক্যাল্প স্ক্রাব বানিয়ে নিন। এই স্ক্রাব স্ক্যাল্পে ভালো করে মালিশ করুন। সপ্তাহে একবার এই কাজটা করলেই গরম চুল ও স্ক্যাল্প তরতাজা থাকবে।

গরমে ঘামাচির যন্ত্রণা? দ্রুত মুক্তির জন্য করণীয়

আপনজন ডেস্ক: তীব্র গরমের কারণে প্রায় মানুষেরই ঘামের সঙ্গে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হলো ঘামাচি। এদিকে আমাদের শরীরে ঘামের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, শরীরকে ঠান্ডা রাখতে ত্বকের লোমকূপের ভেতর থেকে ঘাম বেরিয়ে আসে। ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। আর এ সময় ঘামে থাকা লবণের জন্য কোনো কারণে লোমকূপ যদি আটকে যায় তখনই ঘাম শরীর থেকে বের হতে না পেরে ত্বকে ঘামাচির সমস্যা সৃষ্টি করে।

আকারে ছোট হলেও এর চুলকানির যন্ত্রণা অনেকেই সহ্য করতে পারেন না। আর তাই তীব্র গরমে যদি আপনিও ঘামাচির যন্ত্রণায় ভোগেন তাহলে এ সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তির জন্য মেনে চলতে পারেন কিছু বিশেষ টিপস।

(১) ঘাম হলে সঙ্গে সঙ্গে তা তোয়ালে বা রুমাল দিয়ে মুছে নিন। কেননা বেশিক্ষণ ঘাম শরীরে থাকলে তা ত্বকে ঘামাচির সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই ঘষে ঘাম মুছবেন না। আলতোভাবে ঘাম মুছতে হবে।

(২) ঘামাচি সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন দুবার গোসল করার অভ্যাস করুন। গোসলে ব্যবহার করুন কম ক্ষারযুক্ত ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়ালসমৃদ্ধ সাবান।

(৩) ত্বকের সুরক্ষায় অ্যান্টিসেপটিক লোশনও ব্যবহার করতে পারেন।

(৪) ঘামাচি থেকে দূরে থাকতে গোসলের পানিতে ভিজিয়ে রাখুন নিমপাতা।

(৫) ঘামাচির ওপর ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা, নিম পাতার রস মেখে ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে পারেন।

(৬) ত্বকে ঘামাচি দেখা দিলে তা কখনোই ঘষবেন না। ব্যবহার করবেন না পাউডারও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘামাচিতে চুলকানির সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেয় পাউডার। এতে লোমকূপ আরো আটকে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়। তাই এ সমস্যা সমাধানে আক্রান্ত স্থানে বরফ ঘষতে পারেন।

(৭) পরিচ্ছন্ন থাকা ঘামাচি কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায়। আক্রান্ত স্থান সব সময় পরিষ্কার রাখুন এবং দিনে দুইবার পোশাক পরিবর্তন করে নতুন ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরুন।

(৮) ঘামাচির যন্ত্রণা থেকে মুক্তিতে গরমে ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন। লেবুর পানি, ডাবের পানির মতো পানীয় বেশি করে খাওয়া অভ্যাস করুন।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

প্রোটিনে সমৃদ্ধ ছোলার নানা উপকারিতা

আপনজন ডেস্ক: উপকারী গাছ অর্জুনছোলা একটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Cicer arietinum। লেগুমিনোসি বা কালাই পরিবারের বর্ষজীবী গাছ। এটি প্রোটিনে সমৃদ্ধ। ছোলার গাছ ২০ থেকে ৫০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়, তবে ১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

ছোলার কাণ্ডের দুইপাশে পালকের মতো পাতা থাকে। একটি বীজপত্রে দুই থেকে তিনটি করে ডালবীজ থাকে। ফুলগুলো সাদা, বা কখনও কখনও লালচে নীল রঙের হয়। ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় জলবায়ু ও বাৎসরিক ৪০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টিপাত ছোলাগাছের স্বাভাবিক ফলনের জন্য জরুরি। ছোলা মূলত দুই ধরনের - দেশী ছোলা এবং কাবুলি ছোলা।

স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে ছোলা বা বুটের বেশ সুনাম। এটা মুখরোচকও বটে। শক্তি দেয়। মার্চ মাসে ছোলার ফুল হয় এবং জুন মাসে তা থেকে ফল হয়। ছোলা বাংলাদেশ সহ মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশে, ইরান, চিলি ও মেক্সিকোতে এর চাষ করা হয়ে থাকে। ছোলা খাওয়ার পাশাপাশি ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পুষ্টিগুণ:

ছোলা খুবই পুষ্টিকর। কারণ ছোলায় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট ছাড়া ছোলায় আরও আছে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ লবণ।

ছোলার স্বাস্থ্য উপকারিতা:

১. শ্বাসকষ্ট হলে খোসাসহ ছোলা সেদ্ধ পানি প্রতিদিন এক কাপ করে পান করলে উপকার পাওয়া যায়।

২. কোনো কারণে শরীরের শক্তি কমে যাচ্ছে তাহলে প্রতিদিন ছোলার ছাতু খাওয়ার অভ্যাস করে তুলুন উপকার পাবেন।

৩. দাঁতের মারি ফুলে গেলে ছোলা সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে কুলকুচি করবেন দেখবেন ব্যথা কমে গেছে।

৪. যদি বদহজম হয়, বুক জ্বালা করে ও পায়খানা পরিষ্কার না হয় তাহলে ছোলা শাক বেটে নিয়ে তার সাথে আধ গ্রাম বিট লবণ চূর্ণ মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

৫. ব্রণ বা মেছতা হলে কিছু ছোলা ভিজিয়ে সেই ছোলা বেটে নিয়ে প্রতিদিন মেখে ব্যবহার করলে উপশম পাওয়া যাবে।

৬. ছোলা নিয়মিত খেলে হৃদরোগ থেকে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৯ শতাংশ কমে যায়।

৭. নিয়মিত ছোলা খেলে কোলন ক্যান্সার এবং রেক্টাল ক্যান্সার এর ঝুঁকি কম থাকে।

বেলে আছে মূল্যবান রাসায়নিক উপাদান

আপনজন ডেস্ক: বেল (Wood apple) একটি কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Aegle marmelos Correa। Rutaceae গোত্রের মাঝারি আকারের বৃক্ষ Aegle marmelos-এর সাদাটে গোলাকার ফল।

বেল অত্যন্ত পুষ্টিকর আর উপকারী ফল। কাঁচা পাকা দুটিই সমান উপকারী। বেল গাছ ২৫- ৩০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ত্রিপত্রযুক্ত বহু শাখাপ্রশাখা যুক্ত। গ্রীষ্মকালে এর পাতা ঝড়ে যায়। ফুল ঈষৎ আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ছোট বোঁটায় অবস্থিত। ফল বড়, গোলাকার ও বহুবর্ষবীজযুক্ত। ফল মে মাসে হয়, পরের বছর মার্চ- এপ্রিল মাসে পাকে।

বেলের ফুলে মিষ্টি গন্ধ আছে। ফল বড়, গোলাকার, শক্ত খোসাবিশিষ্ট। ফলের ভিতরে শাঁস ৮-১৫টি কোয়া বা খণ্ডে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি ভাগে বা খণ্ডে চটচটে আঠারো সাথে অনেক বীজ লেগে থাকে। কাঁচা ফলের রং সবুজ, পাকলে হলদে হয়ে যায়। ভিতরের শাঁসের রং হয়ে যায় কমলা বা হলুদ। পাকা বেল থেকে সুগন্ধ বের হয়। পাকা বেল গাছ থেকে ঝরে পড়ে। গাছ যখন ছোট থাকে তখন তাতে অনেক শক্ত ও তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে। গাছ বড় হলে কাঁটা কমে যায়। এই ফলের খোসা কাঠের মত শক্ত। বেল খাওয়া ছাড়াও নানা রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক উপাদান:

বেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, এ এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাসিয়ামের মতো মূল্যবান পুষ্টি উপাদান। এতে আরো রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও লৌহ রয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বেলের উপকারিতা:

১. বেলের শরবত হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে।

২. বেলে থাকা ভিটামিন 'সি' দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে শক্তিশালী করে।

৩. ডায়রিয়া ও আমাশয় হলে কাঁচা বেল আগুনে পুড়ে আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

৪. পাঁকা বেলের শরবত খেলে অর্শ রোগে উপকার পাওয়া যায়।

৫. বেল পাতা বেটে মুখের ব্রণে লাগালে দ্রুত উপশম হয়।

৬. জ্বরে বেশি প্রলাপ করলে বেল পাতা বেটে মাথায় প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

৭. গায়ে দুর্গন্ধ হলে বেল পাতার রস গায়ে মাখলে দুর্গন্ধ দূর হয়।

শিশুসুলভ ভুলে লজ্জার রেকর্ড গড়লেন মার্টিনেজ

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ শুরু হয়েছে দুই মিনিটও হয়নি। এরই মধ্যে মারাত্মক ভুল করে বসেন অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। শিশুসুলভ ভুলে হাত ফসকে নিজেদের জালেই বল জড়ান তিনি। আর তাতেই প্রিমিয়ার লিগে লজ্জার এক রেকর্ড গড়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই গোলরক্ষক।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি আত্মঘাতী গোল দেওয়া গোলরক্ষক এখন মার্টিনেজই।
সোমবার রাতে ঘরের মাঠ ভিলা পার্কে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লিভারপুলের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে তারা। .
চলতি মৌসুমে এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আত্মঘাতী গোল করলেন মার্টিনেজ। ১৯৯২ সালে প্রিমিয়ার লিগ শুরু হওয়ার পর কোনো গোলরক্ষক তিনটি আত্মঘাতী গোল করেননি। এর আগে সর্বোচ্চ দুটি করে আত্মঘাতী গোল করেছেন ১১ জন।
এদিকে আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পর সমতা টানেন ইউরি তিয়েলেমান্স। পরে কোডি হাকপো ও জ্যারেল কোয়ানসার গোলে জয়ের সম্ভাবনা জোরাল হয় লিভারপুলের। কিন্তু, শেষ দিকে জোড়া গোলে সবকিছু পাল্টে দেন স্বাগতিকদের দুরান।
লিভারপুলকে রুখে দেওয়ায় আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে অ্যাস্টন ভিলার। শেষ ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে জয় পেলেই চলবে।
হারলেও সুযোগ থাকবে, সেক্ষেত্রে মেলাতে হবে নানা সমীকরণ।
টটেনহ্যাম তাদের শেষ দুই ম্যাচের একটিতেও পা হড়কালে শেষ চার নিশ্চিত হয়ে যাবে ভিলার।

আল ইত্তিহাদে বরখাস্ত আর্জেন্টাইন কোচ গায়ার্দোকে চায় এসি মিলান

আপনজন ডেস্ক: লিগে এখন পর্যন্ত খেলা ৩১ ম্যাচে তাদের জয় মাত্র ১৫ টিতে। এর পাশাপাশি ১১টি হার আর ৫টি ড্রয়ে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে সৌদি প্রো লিগে আল ইত্তিহাদের অবস্থান পঞ্চমে।
পরবর্তী এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আর নেই জেদ্দার দলটির। এর ওপর সর্বশেষ তিন ম্যাচে হেরে গেছে তারা।
এরপর আর মার্সেলো গায়ার্দোকে কোচ হিসেবে রেখে দেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি ইত্তিহাদ। আজ আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টি-ওয়াই স্পোর্টস খবর দিয়েছে, আর্জেন্টাইন এ কোচকে বরখাস্ত করেছে সৌদি আরবের ক্লাবটি।
স্কাই ইতালিয়া খবর দিয়েছে, ইত্তিহাদে বরখাস্ত হওয়া গায়ার্দোকে কোচ হিসেবে পেতে এরই মধ্যে যোগাযোগ শুরু করেছে ইতালির ক্লাব এসি মিলান।
সৌদি প্রো লিগের এ মৌসুমে এরই মধ্যে শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলা আল হিলাল শীর্ষে আছে ৩১ ম্যাচে ৮৯ পয়েন্ট নিয়ে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৭৭। ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আল আহলি সৌদি ক্লাব। সৌদি প্রো লিগ থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা পাবে দুটি দল।
করিম বেনজেমা-ফাবিনিওর মতো তারকা থাকার পরও দলকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে তুলতে না পারায় গায়ার্দোর ওপর আস্থা হারিয়েছে ইত্তিহাদ কর্তৃপক্ষ। গত নভেম্বরে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া গায়ার্দোকে তাই বরখাস্ত করেছে ক্লাবটি। যদিও গায়ার্দোর সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ ছিল তাদের। স্কাই স্পোর্টসের খবর, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই ক্লাব ছাড়ছেন গায়ার্দো। অন্যদিকে ইতালির সিরি 'আ'র ক্লাব এসি মিলান কোচ স্তেফানোর কাছ থেকে যা আশা করেছিলেন, সে রকম কিছু পায়নি। সিরি আর পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা সান সিরোর ক্লাবটি শিরোপাহীন একটি মৌসুমই শেষ করতে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে পিওলিকে বরখাস্ত করে নতুন কোচ নিয়োগ দেওয়ার কথা ভাবছে তারা।
তবে গায়ার্দোর মিলানের রাডারে থাকার খবর এটাই প্রথম নয়; এর আগে গাজেত্তা দেল্লো স্পোর্ত খবর দিয়েছিল, গায়ার্দোকে কোচ হিসেবে চায় সান সিরোর ক্লাবটি।
উরুগুয়ের ক্লাব নাসিওনাল ও আর্জেন্টিনার রিভার প্লেটের সাবেক কোচ এখন ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাওয়ায় মিলানের আরও সুবিধাই হলো।
এর আগে মিলান স্পেনের সাবেক কোচ লুলেন লোপেতেগির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে দলটির সমর্থকেরা এটা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিষয়টি আর এগোয়নি। এ ছাড়া মিলানের কোচ হওয়ার দৌড়ে আছেন এফসি পোর্তোর সের্হিও কনসেইসাও আর পাওলো ফনসেকা। কিন্তু দুজনকে নিয়েই সংশয় আছে। পোর্তোর সঙ্গে কনসেইসাওয়ের চুক্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। আর ফনসেকা অলিম্পিক মার্শেইয়ে যাওয়ার অনেক কাছে চলে গেছেন।

সোসিয়েদাদকে হারিয়ে দুইয়ে ফিরল বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ শিরোপা জিতেছে আগেই। বার্সেলোনার সামনে সুযোগ রানার্স আপ হওয়ার। সেই লড়াইয়ে কিছুটা এগিয়েও গেলো তারা। লা লিগায় তারা রিয়াল সোসিয়েদাদকে ২-০ গোলে হারিয়ে দুই নম্বরে ফিরেছে। জিরোনাকে পেছনে ফেলা বার্সার ৩৫ ম্যাচে সংগ্রহ ৭৬ পয়েন্ট। জিরোনা অবশ্য ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে। ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা চলে গেছে তিন নম্বরে।
ম্যাচের ৪০ মিনিটে প্রথম গোলটি করেছেন লামিনে ইয়ামাল। ইলকায় গুন্দোগানের পাস থেকে চলতি মৌসুমে লিগের পঞ্চম গোলটি আদায় করে নেন তিনি। স্টপেজ টাইমে স্কোর ২-০ হয়েছে রাফিনহার পেনাল্টি থেকে। ভার রিভিউতে হ্যান্ডবল মেলাতে স্পট কিক পায় কাতালানরা।
দুইয়ে ফিরে বার্সেলোনা ডিফেন্ডার ইনিগো মার্টিনেজ বলেছেন, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে এখনও অনেক পথ বাকি, 'এখনও অনেক পথ বাকি। লড়াইটা শেষ পর্যন্ত চলবে। জিরোনা অনেক শক্তিশালী দল।' তার পরেও ভাগ্যটা নিজেদের হাতেই দেখেন তিনি, 'এখন সব কিছুই আমাদের ওপর নির্ভর করছে। আমাদের দলটা ভীষণ ভালো। তিনটি মূল্যবান পয়েন্ট।
প্রথমার্ধে অনেক কিছু ভুল ছিল। দ্বিতীয়ার্ধেও আমরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটা আগেভাগে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতাম।' প্রথম গোলটি করা ১৬ বছর বয়সী ইয়ামাল সামনের ম্যাচগুলোকে এখন ভীষণ গুরুত্ব দিচ্ছেন। তার কথা, 'দুইয়ে ফিরতে এটা আমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ ছিল। এই সপ্তাহটা আমাদের ৯ পয়েন্টের হিসেব করে খেলতে হবে।'

লারার চোখে বিশ্বকাপের চার সেমিফাইনালিস্ট যারা

আপনজন ডেস্ক: দরজায় কড়া নাড়ছে টি-২০ বিশ্বকাপের নবম আসর। এই টুর্নামেন্টের সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন উত্তেজনা বাড়ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মাঝে। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপ নিয়ে নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করেছেন সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকাররা।
এরই মধ্যে বিশ্বকাপের ফেবারিট দল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন অনেকেই। এবার সে তালিকায় যুক্ত হলেন উইন্ডিজ কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-২০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে ২০ দল। যা টি-২০ বিশ্বকাপে এবারই প্রথম। সেই ২০ দল থেকে সেমিফাইনাল খেলবে এমন চার দল বেছে নিয়েছেন ব্রায়ান লারা। যেখানে নিজের দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেমিতে দেখছেন তিনি।
উইন্ডিজের পাশাপাশি সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে ভারত ও ইংল্যান্ডও বলে মনে করছেন লারা। তবে চতুর্থ দল হিসেবে তিনি যাকে বেছে নিয়েছেন, তা শুনে সকলেই অবাক হবেন। সেমিফাইনালের চতুর্থ দল হিসেবে আফগানিস্তানকে দেখছেন ক্যারিবীয় এই কিংবদন্তি।
বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিয়ে লারা ভারতীয় সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভালো করা উচিৎ। এই দলে অনেক তারকা ক্রিকেটার আছে এবং দল হয়ে খেললে তারা ভালো করতে পারে। ভারতীয় দল গঠনে অনেক জলঘোলা হলেও, তারা শীর্ষ চারে থাকবে। ইংল্যান্ডও ক্যারিবীয়ান অঞ্চলে উপভোগ্য সময় কাটায়, সমুদ্র সৈকতে ঘুরে এবং তারা সেমিফাইনালে থাকবে। চতুর্থ দল হিসেবে আমি দেখছি আফগানিস্তানকে। তাদের সেই সামর্থ্য আছে।'
শুধু তাই নয়, ফাইনালে কোন দুই দল খেলবে সেটারও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন লারা। ক্যারিবীয় এই কিংবদন্তি বলেন, 'ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাইনাল হয়তো আমাদের ভুল প্রমাণ করতে পারে, যেমনটা অতীতেও হয়েছিল। ক্যারিবীয় দ্বীপে ২০০৭ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বাদ পড়েছিল ভারত, যা আমাদের আহত করে। আমরা আবারও তেমন কিছু চাই না। তাই ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাইনাল হতে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে সেরা দলটাই চ্যাম্পিয়ন হবে।'

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা, তাসকিন সহ-অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেনের নির্বাচক কমিটির ঘোষণা করা দলে কোনো চমক নেই। চোট-শঙ্কায় থাকা তাসকিন আহমেদ আছেন দলে, তিনিই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের সহ-অধিনায়ক। অধিনায়ক যথারীতি নাজমুল হোসেন।
১৫ সদস্যের দলে নেই পেস বোলিং অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন। রিজার্ভ হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে পেসার হাসান মাহমুদ ও অলরাউন্ডার আফিফ হোসেন।
প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে আছেন তানভীর ইসলাম, জাকের আলী, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান ও তানজিদ হাসান। ২০২১ সালের পর আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে ফিরেছেন মাহমুদউল্লাহ।
বিশ্বকাপের আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে তিন ম্যাচের একটি প্রস্তুতিমূলক টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দল। বিশ্বকাপের দলে রিজার্ভে থাকা দুজনই থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে সিরিজের দলে।
যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ২১, ২৩ ও ২৫ মে। সব কটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দল
নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, সাকিব আল হাসান, তাওহিদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ, জাকের আলী, তানভীর ইসলাম, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, তানজিম হাসান।
রিজার্ভ: হাসান মাহমুদ, আফিফ হোসেন।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে গেলে ভারতের সূচি আগে থেকেই নির্ধারিত

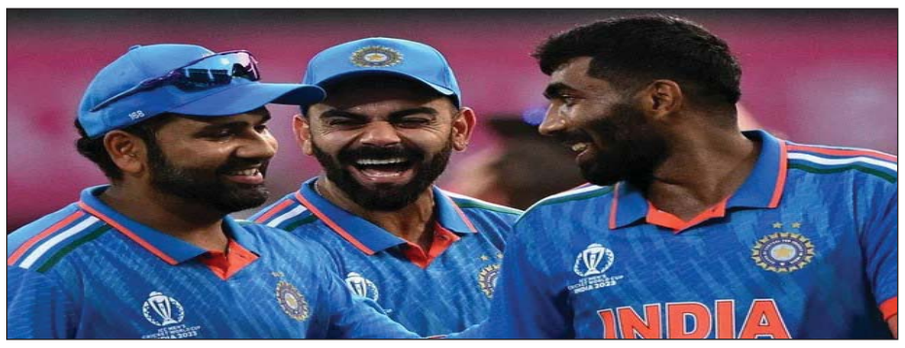

আপনজন ডেস্ক: বাইরে খেলতে গেলেও ভারতের ম্যাচের সূচি অনেক সময়ই নির্ধারণ করা হয় তাদের দেশের টেলিভিশন দর্শকের কথা ভেবে। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও প্রভাব রাখছে সেটি। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেলে ভারত ম্যাচটি খেলবে গায়ানায়, যেটি হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। বিশ্বকাপে আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন দেখে এমন জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা। তারা বলছে, সময়ের কারণেই গায়ানার সেমিফাইনালটি ভারতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
ত্রিনিদাদে প্রথম সেমিফাইনালটি শুরু হবে স্থানীয় সময় রাত আটটায়। ভারত সময় অনুযায়ী যেটি ভোর ৬টায়। তবে গায়ানার সেমিফাইনালটি হবে দিনে, স্থানীয় সময় সকাল ১০-৩০ মিনিটে। ভারত সময় অনুযায়ী যেটি শুরু হবে রাত ৮টায়, টেলিভিশনের হিসেবে যা 'আদর্শ'। বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে হতে যাওয়া ফাইনালটিও দিনে, স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (ভারত সময় সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট) শুরু হবে যেটি। প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ও ফাইনালের মধ্যে মাত্র এক দিন বিরতি থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে প্রথম সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য বাড়তি ১৯০ মিনিট রাখা হলেও দ্বিতীয় সেমিফাইনালটির জন্য রাখা হয়েছে বাড়তি ২৫০ মিনিট।এমনিতে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফল আনতে গেলে পরে ব্যাটিং করা দলকে কমপক্ষে ৫ ওভার ব্যাটিং করতে হয়। কিন্তু বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য সেটি থাকছে ১০ ওভার। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এ নিয়মই ছিল। আগামী ২ জুন স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৫ জুন, নিউইয়র্কে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। গ্রুপ 'এ'-তে পাকিস্তান, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র।

এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন: লা লিগা প্রধান

আপনজন ডেস্ক: কিলিয়ান এমবাপ্পে আগামী মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। ২৫ বছর বয়সী ফ্রান্স অধিনায়ক গত সপ্তাহে জানান, মৌসুম শেষে তিনি পিএসজি ছাড়বেন। কোথায় যাবেন, সেটি তখন জানাননি এমবাপ্পে। তবে কয়েকটি মৌসুম ধরেই তাঁকে কেনার চেষ্টা করেছে রিয়াল। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ওলে'কে গতকাল তেবাস

বলেছেন, 'আগামী মৌসুমে সে (এমবাপ্পে) মাদ্রিদের। তারা পাঁচ বছরের চুক্তি করলে সে পাঁচ মৌসুম সুযোগ পাবে (চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের)।' এমবাপ্পেকে ২০২১ সালের জুনে কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল রিয়াল। এর পর থেকে প্রতি দলবদলেই পিএসজি ফরোয়ার্ড এবং মাদ্রিদের ক্লাবটি নিয়ে গুঞ্জন ডালপালা মেলেছে।
গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এক প্রতিবেদনে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানায়, রিয়ালের সঙ্গে আরও দুই সপ্তাহ আগে চুক্তি সম্পন্ন করেছেন এমবাপ্পে। ১ জুলাই থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালের খেলোয়াড় হতে যাচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, রিয়ালে এমবাপ্পের বেতনকাঠামো কেমন হতে পারে, সেটাও জানিয়েছিল মার্কা।
সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি তখন জানিয়েছিল, রিয়ালে এমবাপ্পের বেতন হবে বার্ষিক ১ কোটি ৫০ লাখ ইউরো থেকে ২ কোটি ইউরোর মধ্যে, সঙ্গে যুক্ত হবে বোনাসও।

শঙ্কা থাকলেও পাথিরানাকে নিয়ে আশাবাদী শ্রীলঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: চোট যেন পিছু ছাড়ছে না মাতিশা পাথিরানার। হ্যামেস্ট্রিংয়ের চোটে আইপিএল থেকে দেশে ফিরে গেছেনা এর আগে বাংলাদেশ সফরে পড়েছিলেন পেশির চোটে।
বিশ্বকাপের আগে তাই পাথিরানাকে নিয়ে চিন্তিত শ্রীলঙ্কা। যদিও লঙ্কানদের ১৫ সদস্যের দলে আছেন এই তরুণ পেসার।
শ্রীলঙ্কার প্রধান নির্বাচক উপুল থারাঙ্গা অবশ্য আশাবাদী বিশ্বকাপ শুরুর আগে সেরে উঠবেন পাথিরানা, 'হ্যাঁ, ডেথ ওভারে সে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বোলার (তার চোট ধাক্কা কি না)। আমাদের হাতে কিছুটা সময় আছে। আশা করছি টুর্নামেন্টের আগেই সে ফিট হয়ে যাবে।'
শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলে পাথিরানা ছাড়াও পেস আক্রমণে আছেন নুয়ান থুশারা, দিলশান মাধুশঙ্কা ও দুশমন্ত চামিরা।
ট্র্যাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে আরেক পেসার আসিথা ফার্নান্দোকে।
স্পিন বিভাগে লঙ্কানদের বড় শক্তি অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও মহীশ থিকসানা। থারাঙ্গা মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে স্পিনারদের ভূমিকা বেশি থাকবে, 'আমরা যদি আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কন্ডিশন দেখি, বেশিরভাগ সময় উইকেট মন্থর হবে। মেজর লিগ টুর্নামেন্টে ডালাসে ড্রপ ইন উইকেটে খেলা হয়েছে।
উইকেট অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে আসার পরও অসমান বাউন্সের ও মন্থর হয়েছে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**